জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper : www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

বিশ্বকাপ অধরা

রোহিত শর্মাদের পথ অনুসরণ করল ভারতের জুনিয়ররাও। অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপে ভারতকে ৭৯ রানে হারাল অস্ট্রেলিয়া। ২৫৩ রানের জবাবে ভারত শেষ ১৭৪ রানে

দক্ষিণে ফের বৃষ্টি

মঙ্গলবার থেকে দক্ষিণে ফের বৃষ্টির আশঙ্কা। সরস্বতী পুজো বৃষ্টিতে মাটি হতে পারে। বৃষ্টি হলেও কমছে না তাপমাত্রা। সোমবারের পর ২-৪ ডিগ্রি চড়তে পারে পারদ

স্বাস্থ্য দফতরের উদ্যোগে শুরু হচ্ছে কলেরার টিকা

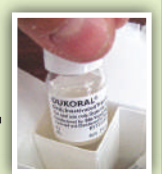

১৩ ফেব্রুয়ারি রাজধানীতে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে কৃষকদের অবস্থান-বিক্ষোভ

বর্ষ - ১৯, সংখ্যা ২৭২ ● ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ ● ২৮ মাঘ ১৪৩০ ● সোমবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 19, Issue - 272 ● JAGO BANGLA ● MONDAY ● 12 FEBRUARY, 2024 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

রাজ্যসভার চার প্রার্থী ঘোষণা তৃণমূলের

প্রতিবেদন : নারীশক্তিকে আবার সম্মান জানালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যসভায় মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা বাড়িয়ে তৃণমূল ফের একবার বুঝিয়ে দিল মহিলাদের

নারীশক্তির জয়বার্তা

অগ্রাধিকার তারাই দেয়। তারাই মহিলাদের উচ্চাসনে তুলে ধরে। সেই ধারা বজায় রেখে রবিবার সোশ্যাল মিডিয়ার এক্স হ্যান্ডেলে রাজ্যসভা নির্বাচনের জন্য চারজন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করল তৃণমূল। তৃণমূলের ঘোষিত প্রার্থীরা হলেন মমতাবালা ঠাকুর, সুস্মিতা দেব, মহম্মদ নাদিমুল হক এবং সাগরিকা ঘোষ। চারজনের মধ্যে তিনজনই মহিলা। অপরজন সংখ্যালঘু মুখ। আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৫ রাজ্যের মোট ৫৬টি রাজ্যসভা আসনে অনুষ্ঠিত হবে নির্বাচন। তার মধ্যে রয়েছে বাংলার পাঁচ আসনও। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও বিহার, ওড়িশা, তেলেঙ্গানা, অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, গুজরাত, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ-সহ ১৫টি রাজ্যে নির্বাচন হবে রাজ্যসভার। প্রসঙ্গত, আগামী ২ এপ্রিল রাজ্যসভায় কার্যকালের মেয়াদ শেষ হচ্ছে তৃণমূল সাংসদ আবিররঞ্জন বিশ্বাস, শুভাশিস চক্রবর্তী, নাদিমুল হক ও শান্তনু সেনের। এই আসনগুলিতে প্রার্থী ঘোষণা করল তৃণমূল। চারজনের মধ্যে থাকছেন শুধু নাদিমুল হক। বাকি তিনজনের পরিবর্তে আনা হয়েছে তিন মহিলা-মুখকে। রাজ্যসভার প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে ঠাকুরনগরের মতুয়া সংঘাধিপতি মমতাবালা ঠাকুরের নাম। এর আগে লোকসভার সাংসদ ছিলেন মমতাবালা। (এরপর ১২ পাতায়)

■ মমতাবালা ঠাকুর

■ সুস্মিতা দেব

■ মহম্মদ নাদিমুল হক

■ সাগরিকা ঘোষ

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

কাজই জীবন

কাজ করাটাই হোক মোদের কাজ
আর কাজকে ভালোবাসাটাই হোক
জীবন গৌরব।
কাজ ফেলে রাখাটা হোক
মোদের লজ্জা
সঠিক সময়ে সঠিক কাজ আনুক
কাজের গতির সৌরভ।
আলসেমিতে জীবন কাটিয়ে দেওয়া
কখনো যেন না হয় কারো স্বপ্ন,
কাজের মাঝারে জীবনস্রোত গড়া
পথ চলতে, নিজ পায়ে দাঁড়াতে
হোক জীবন ধন্য।
কাজ করার নামই কাজ
আর ফেলে রাখা জীবনের লজ্জা,
কাজের মধ্যেই জীবন গড়ুন,
কাজের মাঝেই সুস্থ থাকুন,
কাজকে দিয়ে বিশ্ব জয় করুন
কাজের মণিহার গলায় পরুন।

আজ আরামবাগে মুখ্যমন্ত্রী, সঙ্গে দেব

প্রতিবেদন : আজ, সোমবার আরামবাগ সফরে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার জেলা সফরে তাঁর সঙ্গী হচ্ছেন ঘাটালের সাংসদ অভিনেতা দেব। সোমবারই রয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশাসনিক সভা ও পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠান। জেলায় অনেক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাসও করবেন তিনি। তাঁর এই জেলাসফর ঘিরে সাধারণ মানুষের মধ্যে উন্মাদনা তুঙ্গে। তারপর ঐতিহাসিক বাজেটের পর মুখ্যমন্ত্রীর প্রথম জেলা সফর। তাই সাধারণ মানুষের মধ্যে বাড়তি উৎসাহ ও উন্মাদনা রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ধারাবাহিকভাবে জেলায় জেলায় প্রশাসনিক বৈঠক এবং সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠান করে থাকেন। (এরপর ৬ পাতায়)

■ বঞ্চনার প্রতিবাদে হাওড়া জেলা। রেড রোডের ধরনা মঞ্চ। রবিবার। ছবি—শুভেন্দু চৌধুরী

জনস্রোতে শপথ ধরনা মঞ্চে

প্রতিবেদন : যত দিন যাচ্ছে রেড রোডের ধরনায় উপচে পড়ছে জনস্রোত। আর এই জনস্রোত থেকেই তৃণমূল কংগ্রেস শপথ নিল লোকসভায় বিজেপিকে বোল্ড আউট করার। রবিবার কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রতিবাদে রেড রোডের ধরনা ছিল হাওড়া তৃণমূল কংগ্রেসের তত্ত্বাবধানে। সেখানেই তৃণমূল কংগ্রেস সম্মিলিত আওয়াজ তুলল বিজেপিকে লোকসভা ভোটে রাজনৈতিকভাবে ধূলিসাৎ করার।

বাংলার মানুষের প্রতি কেন্দ্রের বঞ্চনার বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শুরু করা ধরনা কর্মসূচি দশম দিনে পড়ল রবিবার। দলনেত্রীর নির্দেশে বাংলার ২১ লক্ষ বঞ্চিত সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষের হয়ে এদিন রেড রোডে ধরনা কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি, সাংসদ ডাঃ শান্তনু সেন, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, পুলক রায়, অরূপ রায়, জেলা সদরের সভাপতি কল্যাণ ঘোষ, বিধায়ক সমীর পাঁজা, ডাঃ নির্মল মাজি, বিদেশ বসু, সুকান্ত পাল, রাজা সেন, সাংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃণমূল নেতা রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ হাওড়া জেলা তৃণমূলের অন্য শীর্ষ নেতৃত্বরা। এ-ছাড়াও ছিলেন কলকাতা পুরসভার মেয়র পারিষদ বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়, সন্দীপ বক্সি-সহ জয়প্রকাশ মজুমদার, বাবুন বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবাংশু ভট্টাচার্য, ঋজু দত্ত প্রমুখ। (এরপর ৬ পাতায়)

রেড রোডে আজ দুই বর্ধমান

■ ধরনা মঞ্চে হাওড়ার কর্মী-সমর্থকরা।

সন্দেশখালি রাম-বামের দুই উসকানিদাতাই জালে

প্রতিবেদন : সিপিএম ও বিজেপির দুই উসকানিদাতা ধরা পড়তেই শান্ত সন্দেশখালি। সন্দেশখালিতে সাম্প্রতিক অশান্তির অন্যতম পান্ডা বিজেপি নেতা বিকাশ সিংয়ের পর ঘটনার মূল চক্রী সিপিএম নেতা নিরাপদ সর্দারকেও গ্রেফতার করেছে পুলিশ। রবিবার ভোরে তাঁর বাঁশদ্রোণীর বাড়িতে যৌথ অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। আজ সোমবার আবার গঙ্গার অধিকারী সন্দেশখালি যাচ্ছেন অশান্তিতে উসকানি দিতে। পুলিশও তৈরি শক্ত হাতে তা মোকাবিলায়। (এরপর ১২ পাতায়)

■ বিকাশ সিং ও নিরাপদ সর্দার

ঘাটালে দলের নয়া চেয়ারম্যান হলেন রাধাকান্ত

প্রতিবেদন : ঘাটাল তৃণমূলের নতুন চেয়ারম্যান নিযুক্ত হলেন রাধাকান্ত মাইতি। রবিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় এক্স হ্যান্ডেলে তাঁর নাম ঘোষণা করা হয় পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটাল সাংগঠনিক জেলার চেয়ারম্যান হিসেবে। তৃণমূলের ঘাটাল সাংগঠনিক জেলার চেয়ারম্যান পদে ছিলেন শঙ্কর দোলুই। রাধাকান্ত মাইতি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন। দলের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন শঙ্কর দোলুই। তিনি বলেন, আমি রাধাকান্তবাবুকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। নিশ্চয়ই দল ভালর জন্য এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এদিকে, ঘাটাল সাংগঠনিক জেলার নতুন দায়িত্ব পেয়ে সবাইকে নিয়ে চলার বার্তা দেন সদ্য মনোনীত জেলা চেয়ারম্যান রাধাকান্ত মাইতি।

তারিখ অভিধান

১৯২০ প্রাণ (১৯২০-২০১৩) অবিভক্ত ভারতের লাহোরের লক্ষ্মীচকে এদিন জন্ম নেন। পুরো নাম প্রাণ কৃষাণ সিকান্দ। হিন্দি চলচ্চিত্র অভিনেতা। নায়ক হওয়ার সবরকম বৈশিষ্ট্য ছিল পূর্ণমাত্রায়। কিন্তু তিনি পর্দায় খলনায়ক হয়েই থাকলেন। কখনও কখনও চিত্রনাট্যে তাঁর গুরুত্ব টক্কর দিত নায়কের সঙ্গে। তাঁর কথা ভেবে আলাদা করে সংলাপ লেখা হত। কিন্তু তিনি নিজেকে সরিয়ে আনেন শুধুমাত্র নেগেটিভ চরিত্রেই। কারণ তাঁর মনে হয়েছিল, নায়িকার সঙ্গে নাচগান করা তাঁর সঙ্গে মানানসই হচ্ছে না। বিশেষ করে ছবিতে নায়কের নাচের দৃশ্যে তাঁর ঘোরতর আপত্তি ছিল। ফলে বেছে নেন নেগেটিভ চরিত্রই। দিলীপকুমার, দেব আনন্দ এবং রাজ কপুরের মতো অভিনেতা প্রাণকে পছন্দ করতেন তাঁদের ছবিতে খলনায়ক হিসেবে। নানাভাই ভট্ট, বিমল রায়, আই এস জোহার, শক্তি সামন্ত, নাসির হুসেন-সহ প্রাণের সমসাময়িক বড় পরিচালকেরাও ছিলেন তাঁর অভিনয়ের ভক্ত।

১৯০০ মধু বসু (১৯০০-১৯৬৯) এদিন জন্ম নেন। চিত্রপরিচালক, অভিনেতা ও নাট্যব্যক্তিত্ব। আসল নাম সুকুমার বসু। বিলেতে গিয়ে ক্যামেরার কাজ শেখেন ও অ্যালফ্রেড হিচককের সঙ্গে কিছুদিন কাজ করেন। দেশে ফিরে পরিচালক হিসেবে জনপ্রিয়তা পান 'আলিবাবা' ছবির পর। ছবিটিতে তিনি ও তাঁর স্ত্রী সাধনা বসু দুটি প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেন। বিভিন্ন ভাষায় প্রায় ৩০টি ছবি পরিচালনা করেছেন।

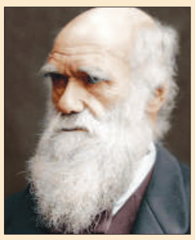

১৮০৯ চার্লস ডারউইন (১৮০৯-১৮৮২) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। উনিশ শতকের একজন ইংরেজ জীববিজ্ঞানী। তিনি প্রথম প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বিবর্তনবাদের ধারণা দেন। তিনিই সর্বপ্রথম অনুধাবন করেন যে সকল প্রকার প্রজাতিই কিছু সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে উদ্ভূত হয়েছে এবং তাঁর এ-পর্যবেক্ষণটি সাক্ষ্যপ্রমাণ দিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন। বিবর্তনের এই নানান শাখা-প্রশাখায় ভাগ হবার বিন্যাসকে চার্লস ডারউইন প্রাকৃতিক নির্বাচন রূপে অভিহিত করেন।

১৮৭৮ আলেকজান্ডার ডাফ (১৮০৬-১৮৭৮) এদিন প্রয়াত হন। জন্মসূত্রে স্কটিশ। শিক্ষিত, ধার্মিক, সেইসঙ্গে মুক্তমনা ডাফ এমন একটা সময় কলকাতায় এসেছিলেন, যখন শহরে সমাজ-সংস্কারের ঢেউ এসেছে। ইংরেজি শিক্ষা, বিজ্ঞান এবং যুক্তিবাদী ভাবধারা এক ধাক্কায় যেন কুসংস্কারের মূলে আঘাত হানল। কলকাতার সমাজ-সংস্কারে তাঁর গভীর অবদানের চিহ্ন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ডাফ হাই স্কুল ফর গার্লস, স্কটিশ চার্চ কলেজ এবং অবশ্যই ডাফ স্ট্রিট। ডাফের শিষ্যরা তর্কপ্রিয় যুক্তিবোধসম্পন্ন খ্রিস্টান। তাই, কলকাতার নিন্দুকেরা তাঁদের নাম দিল ডেঁপো। ডাফ সাহেবের শিষ্যদের জন্য আবিষ্কৃত এই শব্দটি যে আপামর বাঙালি কিশোর-তরুণের বিশেষণ হয়ে দাঁড়াবে, তা তখন আর কে জানত!

১৯১৯ সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯১৯-২০০৩) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। "প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য এসে গেছে ধ্বংসের বার্তা" বা "ফুল ফুটুক না ফুটুক/আজ বসন্ত" প্রভৃতি তাঁর অমর পঙ্‌ক্তি বাংলায় আজ প্রবাদতুল্য। কবি জয় গোস্বামী বলেছেন, "সুভাষ মুখোপাধ্যায় সাধারণ মানুষের কথাকে নিজের কবিতায় তুলে এনেছিলেন। সাধারণ মানুষের ভাষাই তাঁর হাতে হয়ে উঠেছিল কবিতা। শুধু কবিতাই নয়। অসাধারণ গদ্য লিখেছেন, অনুবাদ করেছেন।"

১৮২৪ দয়ানন্দ সরস্বতী (১৮২৪-১৮৮৩) এদিন পশ্চিম ভারতের কাথিয়াওয়াড়ের মোরভি শহরে এক ধনাঢ্য নিষ্ঠাবান সামবেদী ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা। আর্যসমাজের অন্যতম কর্মসূচি ছিল শুদ্ধি আন্দোলন। শুদ্ধির প্রধান লক্ষ্য ছিল অন্য ধর্মে ধর্মান্তরিত হিন্দুদের পুনরায় হিন্দুধর্মে ফিরিয়ে আনা এবং বিধর্মী প্রভাব রোধ করা।

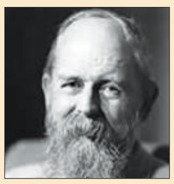

১৮৭১ দীনবন্ধু চার্লস ফ্রিয়ার এন্ড্রুজ (১৮৭১-১৯৪০) এদিন ইংল্যান্ডের নিউ ক্যাসেলে জন্মগ্রহণ করেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একনিষ্ঠ সেবক, বিশ্বভারতীর আদর্শ প্রচারে রবীন্দ্রনাথের একান্ত সহকারী, বন্ধু, খ্রিস্টভক্ত মানবপ্রেমিক, শিক্ষাবিদ ও সমাজ সংস্কারক। সি এফ অ্যানড্রুজকে দীনবন্ধু নামটা রবীন্দ্রনাথই দিয়েছিলেন।

পার্টির কর্মসূচি

স্থানীয় মানুষজনের মঙ্গল কামনায় বীরভূম পুরসভার ১৫ নং ওয়ার্ডে রক্ষাকালী পুজোর আয়োজন করা হয়। সেখানে জনসংযোগে আসেন বিশিষ্ট তৃণমূল নেতা সৈয়দ সিরাজ জিম্মি। পুজো শেষে তিনি সাধারণ মানুষের মধ্যে ভোগ বিতরণও করেন।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-৯৩১

■	■	■	১		২		৩
■	৪			■		■	
■	■	■		■		■	
৫				■	■	■	
	■	■	■	৬			
	■	৭	■		■	■	■
	■		■	৮			
৯					■	■	■

পাশাপাশি : ১. সরকারি চাকুরে ৪. যত্ন, খাতির ৫. কৈলাস ৬. বৈষ্ণব পদকর্তা ৮. ফুলবিশেষ ৯. অত্যন্ত ভীতিজনক।

উপর-নিচ : ১. রাজা-সম্বন্ধীয় ২. ধার্মিক, পুণ্যবান ৩. ব্যাকরণের এক বিধি ৫. ছেলেমানুষি ৬. ভ্রমর, মৌমাছি ৭. বিশদ বিবরণ।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ৯৩০ : পাশাপাশি : ১. অবসাদ ৩. তাগিদ ৫. স্থান ৭. জহর ৮. সফর ১০. বিরহ ১২. রমেশ ১৪. ওথা ১৭. কলম ১৮. টলট্টল। **উপর-নিচ :** ১. অনাস্থা ২. দরাজ ৩. তামরস ৪. দশা ৬. নজর ৯. ফলাও ১১. হরদম ১৩. শকট ১৫. থামাল ১৬. ফাঁক।

নজরকাড়া ইনস্টা

■ শ্রেয়া ঘোষাল

■ অঙ্কুশ হাজরা

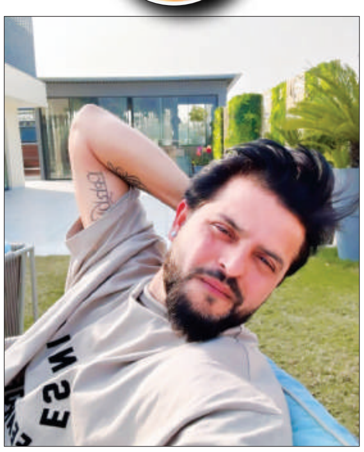

■ সুরেশ রায়না

সম্পাদক : সুখেন্দুশেখর রায়

• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও সরস্বতী প্রিন্ট ফ্যাক্টরি প্রাইভেট লিমিটেড ৭৮৯, চৌভাগা ওয়েস্ট, চায়না মন্দিরের কাছে, কলকাতা ৭০০ ১০৫ থেকে মুদ্রিত।

সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SUKHENDU SEKHAR RAY

Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Saraswati Print Factory Pvt. Ltd. 789 Chowbhaga West, near China Mandir, Kolkata 700 105 Regd. No. WBBEN / 2004/14087 • Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21

City Office : 234/3A , A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বেলঘরিয়ার সিসিআর ব্রিজের কাছে জঙ্গলে পাওয়া গেল তাপস সাহা নামে এক যুবকের দেহ। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, ত্রিকোণ প্রেমের জেরেই খুন

আমারশহর

12 February, 2024 • Monday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪
সোমবার

রেড রোডে হাওড়া জেলার ধরনায় নেতা-কর্মীদের বিপুল জমায়েত

অনলাইনে সম্পত্তিকর মিলবে বিশেষ ছাড়

প্রতিবেদন : অনলাইনে সম্পত্তিকর জমা দিলে এবার বিশেষ ছাড় দেবে কলকাতা পুরসভা। শুক্রবার পুরভবনে মেয়র পারিষদের বৈঠকের পরই কলকাতার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম ঘোষণা করেন, এবার থেকে অনলাইনে সম্পত্তিকর জমা দিলে বাড়তি ১ শতাংশ ছাড় দেওয়া হবে। যদিও নিয়মিত এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কর জমা করলে তবেই এই বাড়তি ছাড় পাওয়া যাবে বলে জানিয়েছেন মেয়র। মূলত অনলাইন মাধ্যমে সম্পত্তিকর জমা করা নিয়ে শহরের মানুষকে উৎসাহ দিতেই কলকাতা পুরসভার এই বিশেষ ব্যবস্থা। প্রসঙ্গত, বর্তমানে প্রতিমাসে সময়মতো কর জমা দিলে ৫ শতাংশ এবং অর্থবর্ষের প্রথম ৩ মাসের মধ্যে গোটা বছরের কর মিটিয়ে দিলে আরও ৫ শতাংশ, মোট ১০ শতাংশ ছাড় দেয় পুরসভা। এবার সেই সঙ্গে অনলাইন মাধ্যমে সম্পত্তিকর জমা দিলে বাড়তি ১ শতাংশ, অর্থাৎ সব মিলিয়ে ১১ শতাংশ ছাড় দেবে পুরসভা। তবে সর্বোচ্চ ২০০ টাকা পর্যন্তই ছাড় পাবেন করদাতারা। অনেকেই পুরভবনে গিয়ে সম্পত্তিকর জমা দিতে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হন। প্রবীণরা শারীরিক অক্ষমতা ও নবীনরা সময়ের অভাবে পুরসভায় এসে কর জমা করতে পারেন না। এমনকী অনেকে কলকাতার বাইরে থেকেও সম্পত্তিকর জমা দিতে চান। এধরনের সমস্যার সমাধান চেয়ে প্রায়ই টক টু মেয়র-এ ফোন আসে মেয়র ফিরহাদ হাকিমের কাছে। বিধানসভায় গত শীতকালীন অধিবেশনে এই নিয়ে পাশ হয় কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, ২০২২। কিন্তু রাজ্যপালের স্বাক্ষরের অভাবে সেই বিল পড়েছিল দীর্ঘ ৫ মাস। গত জুলাই মাসে রাজ্যপাল ওই বিলে সই করেন। তারপরই শুক্রবার মেয়র পারিষদের বৈঠকে অবশেষে অনুমোদন পায় এই নতুন কর ছাড়ের ব্যবস্থা।

কাকলির হাত ধরে ফের পথ চলা শুরু সিরাজ উদ্যানের

সংবাদদাতা, বারাসত : আমফানে বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল সাজানো বাগান। কোভিড-ত্রাসে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি আর। সেইসব সমস্যা কাটিয়ে আবার খুলে গেল বারাসতের ঐতিহ্যবাহী সিরাজ উদ্যান। রবিবার সিরাজ উদ্যানের ফটক নতুন করে খুলে দিলেন বারাসাতের সাংসদ ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার। উপস্থিত ছিলেন বারাসতের বিধায়ক চিরঞ্জিত চক্রবর্তী, বারাসত পুরসভার পুরপ্রধান অশনি মুখোপাধ্যায় সহ অন্যান্যরা। আমফান ঝড়ে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল বারাসত পুরসভা পরিচালিত পার্কটি। পরবর্তীতে কোভিডের কারণে বন্ধ করে দেওয়া হয় সেটি। এবার সবকিছু ঠিকঠাক করে নতুনরূপে পার্কটি দর্শনার্থীদের জন্য রবিবার থেকেই খুলে দেওয়া হল। এরফলে বারাসত-সহ পার্শ্ববর্তী এলাকার শিশু থেকে বৃদ্ধ সবাই সিরাজ উদ্যানে ভ্রমণের আনন্দ নিতে পারবেন।

মা উড়ালপুলে চড়ে আত্মহননের চেষ্টা

প্রতিবেদন : চা-বিস্কুট, ঠান্ডা পানীয় নিয়ে একেবারে উঠে পড়েছিলেন মা উড়ালপুলের মাঝে থাকা লোহার কাঠামোতে। সেখানেই গলায় মোটা দড়ি দিয়ে ফাঁস লাগাতে যান জনৈক ব্যক্তি। রবিবার ছুটির দিনে এই ঘটনায় রীতিমতো হইচই পড়ে যায়। দেখা যায়, সাতসকালে জিন্স, লাল জামা, মাথায় সাদা কাপড় বেঁধে সেতুর কাঠামোয় উঠে পড়েন এক ব্যক্তি। সেখানেই ভিডিও কল করতে থাকেন তিনি। আবার ফোনও করেন একজনকে। ঘটনাস্থলে আসে কলকাতা পুলিশের ডিএমজি, দমকল। অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও ওই ব্যক্তিকেও কিছুতেই নামানো যাচ্ছিল না। এদিকে এর মধ্যেই কাঁদতে শুরু করেন ব্যক্তি। তারপর দমকলের ল্যাডারে করে নেমে আসেন গুণধর।

সাইবার প্রতারণার শিকার

সংবাদদাতা, বারাসত : সাইবার প্রতারণার শিকার হলেন এক গৃহবধূ। গ্যাসের ভরতুকির টাকা জমা দেবে বলে ওটিপি নিয়ে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে ১৮ হাজার টাকা তুলে নিল প্রতারকরা। রবিবার ঘটনাটি ঘটেছে দেগঙ্গার বিশ্বনাথপুর গ্রামে। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ঘটনাটি তদন্ত করে দেখছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে ওই গৃহবধূর মোবাইলে এক ব্যক্তি ফোন করে। গ্যাসের ভরতুকির টাকা ঢুকবে বলে ওটিপি চায়। তিনি ওটিপি দেওয়া মাত্রই অ্যাকাউন্ট থেকে ১৮০০০ টাকা তুলে নেয়।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

জয়পতাকা

নারীশক্তির জয়গান বাংলায়। সৌজন্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলায় মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের মানচিত্রটা পাল্টে দিয়েছেন। মহিলাদের প্রধান চালিকাশক্তি করতে হবে রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রীরা ভাষণে বলেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করে দেখান। স্কুল থেকে শুরু করে একেবারে বয়স্কবেলা, কন্যাশ্রী থেকে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, মহিলাদের অর্থনৈতিকভাবে পাশে থাকার অঙ্গীকার। অর্থনীতি যে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে মূল পাথেয় এই সারমর্মটা জানেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর সেই কারণে কথার ফুলঝুরি না ফুটিয়ে তিনি কাজে করে দেখান। যেমন এবার করে দেখালেন রাজ্যসভার প্রার্থী নির্বাচনে। চারটি আসনে প্রার্থীপদ ঘোষণা করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। তার মধ্যে তিনটি আসনেই মহিলা প্রার্থী। অর্থাৎ শতাংশের হিসেবে মহিলাদের জন্য ৭৫ শতাংশ আসন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এমন কোনও ঘটনা আগেও ঘটেছে বলে কারও জানা নেই। বিজেপি সহ রাজনৈতিক দল সংসদ কিংবা জনসভায় বলতে উঠলেই মহিলাদের অগ্রগতির কথা ফলাও করে বলে। কিন্তু বাস্তবে তার ধারকাছ দিয়েও যায় না। সেই পুরুষতান্ত্রিক রাজনীতির পৃষ্ঠপোষকতা। এর মাঝে দাঁড়িয়েই বাংলা ওড়াল মহিলাদের জয়পতাকা। নিশ্চিতভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে শিক্ষণীয় বিষয়। যদিও বিজেপি অন্তত ছাত্র হিসেবে ব্যাক বেঞ্চার। দেশ যে মহিলাদের অগ্রগতি ছাড়া এগোবে না, সকলে জানেন। বাস্তব প্রয়োগটা করেন শুধু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

e-mail থেকে চিঠি

বাংলাকে ক্লাসিক্যাল ভাষা ঘোষণা করতে হবে

মাতৃভাষা বা জাতীয় ভাষা নিয়ে অনেক কথা হয়েছে, আরও হবে, ইত্যবসরে কিছু আলোচনা জরুরি হয়ে পড়েছে এ দেশের 'ক্লাসিক্যাল' বা ঐতিহ্যময় ভাষার ধারণা নিয়ে। কিছু দিন হল বারবার খবরে আসছে ক্লাসিক্যাল ভাষার বিষয়টি। অথচ ব্রাত্য থাকছে বাংলা। কারণ একটাই। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার ভাষা হিসেবে বাংলাকে স্বীকৃতি দিতে নারাজ। রাজ্য হিসেবে বাংলাকে বঞ্চিত করতে আগ্রহী। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখছেন, বাংলাকে ক্লাসিক্যাল বা ঐতিহ্যমণ্ডিত ভাষা তালিকায় যোগ করার দাবি নিয়ে। কিন্তু বধির কর্ণে পতিত হয়েছে সেই দাবি। এখনও পর্যন্ত ছয়টি ভাষা ওই তালিকায় রয়েছে, তামিল, সংস্কৃত, কন্নড়, মালয়ালম, তেলুগু, ওড়িয়া। এর মধ্যে আর কোন ভাষা জায়গা পেতে পারে, তাই নিয়ে আঞ্চলিক আবেগ মাঝেমধ্যেই প্রবল বেগে প্রবহমান হয়ে ওঠে। বাংলাকে সেই গড়পড়তাদের দলে রাখতে চায় বিজেপি সরকার। অথচ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে সব নথিপত্র দিল্লিতে জমা দিয়েছেন তার মধ্যে খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে প্রাচীন বাংলা লিপি ও লিখিত রূপের নমুনা জায়গা পেয়েছে। ১৮৭০-৭১ সালে ব্রিটিশ রাজ ভারতীয় ভাষাগুলিকে ঐতিহ্যময় বা ক্লাসিক্যাল আর চালু কথ্য ভাষা বা ভার্নাকুলার, এই দুই ভাগে ভাগ করে। তাতে তাঁদের নিজেদের কিছু প্রশাসনিক সুবিধা ছিল, যাকে পরোক্ষ অর্থে, এমনকী প্রত্যক্ষ অর্থেও, রাজনৈতিক ভাবনা বলাই যায়। সংস্কৃতকে তাঁরা একমাত্র ক্লাসিক্যাল ভাষার মর্যাদা দিয়েছিলেন, যার ফলে আহত তামিল অস্মিতা অশান্ত হয়ে রইল ব্রিটিশ শাসনকালে, অনেকগুলি দশক ধরে। স্বাধীন ভারতের সংবিধান স্পষ্ট করে বলে দিল, হিন্দি আর ইংরেজি হবে দেশের 'সরকারি' ভাষা, কোনও 'জাতীয়' ভাষা থাকবে না— বাকি সব হবে তালিকাভুক্ত আঞ্চলিক ভাষা, প্রথমে যাদের সংখ্যা ছিল ১৪, পরে যা হল ২২। স্বভাবতই পূর্বজাগ্রত আহত তামিল অস্মিতা এতে শান্ত হল না। রাজনীতির গতি ক্ষুরধার, তাই ২০০৪ সালে এসে যখন আবারও ফিরতে হল ক্লাসিক্যাল ভাষার সরকারি স্বীকৃতিদানের গৌরবে, প্রথমেই ক্লাসিক্যাল ভাষা হিসাবে স্বীকৃতিটি গেল তামিলের কাছে। ক্ষোভ তুঙ্গে উঠল সংস্কৃত-মহলে। পরের বছরই বলতে হল, সংস্কৃতও ক্লাসিক্যাল ভাষা (২০০৫)। কন্নড় আর তেলুগু ক্লাসিক্যাল ভাষার শিরোপা পেল ২০০৮ সালে, মালয়ালম পেল ২০১৩ সালে, ওড়িয়া ২০১৪ সালে। ২০১৯ থেকে মরাঠি ভাষার স্বীকৃতি প্রায় ঠোঁটের ডগায় এসে আটকে আছে। অথচ বাংলা আজও ব্রাত্য। তার জায়গা হয়নি ওই পঙক্তিতে।

— **স্বপন শীল, বাগুইআটি, কলকাতা**

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
editorial@jagobangla.in

রাজ্যের পড়ুয়াদের পাশে রাজ্য সরকার

নানাভাবে, বিভিন্ন প্রকল্প ইত্যাদির মাধ্যমে রাজ্যের শিক্ষার্থীদের সর্বতোভাবে সহযোগিতায় ও উৎসাহদানে পশ্চিমবঙ্গ। আজ প্রথম পর্বে কন্যাশ্রী থেকে মিড-ডে মিল নিয়ে লিখছেন শিক্ষক **বিজন সরকার**

শিক্ষাই হল মানুষের মেরুদণ্ড। সমাজকে শিক্ষিত করার জন্য স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, 'আগে মা শিক্ষিত হলে পরে তার সন্তান শিক্ষিত হবে।' তাই স্বামীজি মনে করতেন, বর্তমান সমাজকে সুশিক্ষিত করতে দরকার 'নারীশিক্ষা'। নারী অনন্ত শক্তির আধার। নারী অর্থাৎ 'মা' শব্দে মন শুদ্ধ হয়। নারীশক্তি বিনা জগতের কল্যাণ, জগতের উদ্ধার কখনও সম্ভব নয়! একটা সমাজকে বদলাতে পারেন একজন মা। আর একটি পরিবারকে অগ্রগতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন মা। আজ যে মেয়েরা স্কুলে পড়াশুনা করছে তারাই আগামী দিনে 'মা'। তাই এই 'কন্যাশ্রী' প্রকল্প একটা পরিবার, সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য অসাধারণ এবং অভাবনীয় প্রকল্প। উন্নয়নের মডেলকে সামনে রেখে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রে চালু নাবালিকা সহপাঠীদের বিয়ে রুখতে প্রশাসনকে নিয়ে তাৎক্ষণিক প্রচেষ্টা। পাশাপাশি এই অল্প বয়সে বিয়ে না হওয়ায় এবং আগের মতো অভাবের তাড়নায় অনেকে শিশুশ্রমিক না হয়ে পড়াশুনা করছে। সেক্ষেত্রে নারীপাচার রোধে কন্যাশ্রী দারুণভাবে সফল। ২০১৩-১৪ সালে K1 'কন্যাশ্রী' প্রকল্পে সুবিধা পেয়েছিল ১৮,৪৪,৬২২ জন এবং ২০২২-২৩-এ তা বেড়ে ২৩,০০,০০০ জন এবং ২০১৩-১৪ সালে K2-তে আবেদন করেছিল ১,৩৮,২৬২ জন ছাত্রী এবং ২০২২-২৩-এ তা ৫,৩৪,০০০ জনে। অর্থাৎ ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে K2-এর জন্য ৫ লক্ষ ৩৪ হাজার ছাত্রী ২৫,০০০ টাকা করে পেয়েছে।

K3 'কন্যাশ্রী-3' প্রকল্পে মাস্টার ডিগ্রি পর্যন্ত সমস্ত ছাত্রী ৪৫%-এর বেশি নম্বর পেলে আবেদন করতে পারবে। এক্ষেত্রে পারিবারিক আয়ের কোনও উর্ধ্বসীমা নেই।

নারীশক্তি বিনা জগতের কল্যাণ, জগতের উদ্ধার কখনও সম্ভব নয়! একটা সমাজকে বদলাতে পারেন একজন মা। আর একটি পরিবারকে অগ্রগতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন মা। আজ যে মেয়েরা স্কুলে পড়াশুনা করছে তারাই আগামী দিনে 'মা'।

করেছেন একের পর এক প্রকল্প। বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়নকে পাখির চোখ করে বাড়িয়েছেন বাজেটের বরাদ্দ। ২০১০-১১ সালে বিদ্যালয় শিক্ষায় বাজেট ছিল ৪২৯ কোটি, ২০২৩-২৪ সালে সেই বাজেট ৯,৯২৪ কোটি। ১৩ বছরে ১২ গুণ বাজেট বৃদ্ধি বর্তমান সরকারের সদিচ্ছা প্রমাণ করে। পশ্চিমবঙ্গ পৃথিবীর সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অংশ। গণতন্ত্রের মূল লক্ষ্যই হল প্রজাকল্যাণসাধন। প্রজাকল্যাণের মধ্যে দিয়ে সমাজকল্যাণের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই ২০১৩ সালে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবর্তিত করেন তাঁর স্বপ্নের 'কন্যাশ্রী' প্রকল্প 'কন্যাশ্রী' প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ছিল— To reduce dropout rate and prevent early marriage. অর্থাৎ দ্রুত ড্রপআউটের সংখ্যা কমানো, নাবালিকাদের বিয়ের প্রবণতা কমানো এবং নারীপাচার রোধ। কন্যাশ্রী প্রকল্প চালু হওয়ার পর স্কুল ড্রপআউটের সংখ্যা আশানুরূপ ভাবেই কম গেছে। নাবালিকাদের বিয়ের প্রবণতাও কমেছে। এ-ছাড়াও স্কুলে স্কুলে তৈরি হয়েছে কন্যাশ্রী ক্লাব। আঠারো বছরের নিচে অর্থাৎ বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রী হলে মাসে ২৫০০/- টাকা এবং কলা ও বাণিজ্য বিভাগের ছাত্রী হলে মাসে ২০০০/- টাকা করে পড়াশোনার খরচ চালানোর জন্য পায়। এখনও পর্যন্ত ১,১৯,০০৬ জন ছাত্রী কন্যাশ্রী-৩ প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছে। বিয়ে না হলে আঠারো বছর বয়সের পর 'কন্যাশ্রী' ২৫,০০০ এবং 'রূপশ্রী' ২৫,০০০ মোট ৫০,০০০ টাকা পাবে। আর আঠারো বছরের আগে অর্থাৎ নাবালিকা অবস্থায় বিয়ে করলে শুধু 'কন্যাশ্রী-১' পাবে কিন্তু 'কন্যাশ্রী-২' এবং 'রূপশ্রী' প্রকল্পের এই ৫০,০০০ টাকা পাবে না।

মিড-ডে মিল হল পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পুষ্টি প্রোগ্রাম। বর্তমানে ২৬,৩৩৩টি বিদ্যালয়ে কিচেন গার্ডেন রয়েছে। ২০১১ সালে মিড-ডে মিলে খরচ হত ৩০৩ কোটি আর বর্তমানে তা ৯৯০ কোটি ছাড়িয়েছে। ১.১৮ কোটি ছাত্রছাত্রী এই পুষ্টি প্রোগ্রামের সুফল পাচ্ছে। ২৫.৮৩ কোটি টাকা খরচ করে ৫৭,৯৯৬ বিদ্যালয়ে অগ্নিনির্বাপণ যন্ত্র বসানোর ব্যবস্থা হয়েছে। রাজ্য সরকার মিড-ডে মিল কর্মীদের অতিরিক্ত ৫০০ টাকা করে দিচ্ছে। এলপিজি গ্যাসের মাধ্যমে ১০০% বিদ্যালয়ে রান্নার ব্যবস্থা হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার্থে ১৬,৬১৩টি বিদ্যালয়ে ডাইনিং হল নির্মাণ করা হয়েছে। ৮২,০১৫ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী মিড-ডে মিলের খাবার পাচ্ছে। ১,১৭,৩৬,৩৩৫ জন ছাত্রছাত্রী প্রতিদিন বিদ্যালয়ে রান্না-করা খাবার খায়।

কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য বলছে পশ্চিমবঙ্গ ৯৯%, উত্তরপ্রদেশ ৮২%, রাজস্থান ৮৩%, মণিপুরে ৬৩% মিড-ডে মিলের ব্যবস্থা করেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় কলকাতার বিশ্ববাণিজ্য সম্মেলনে এ-বছরই প্রথম ছিল এডুকেশন কনক্লেভ। শিক্ষামন্ত্রীর হাত ধরেই আন্তর্জাতিক মানের সাথে পাল্লা দিচ্ছে আমাদের রাজ্য বাংলা এবং বুনিয়াদি শিক্ষায় সারা ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ দেশের সেরা। শুধুমাত্র সিলেবাস পরিবর্তন এবং আধুনিকীকরণ নয়, বিদ্যালয়ে নিরাপত্তা ও সাবধানতা বিষয়েও নজর দিচ্ছে শিক্ষাদপ্তর। গ্রামের যেখানে দূর-দূরান্ত পথ পেরিয়ে মাধ্যমিক স্কুলগুলি যেতে হয় সেখানে সমস্ত অভিভাবকের পক্ষে সাইকেল কিনে দেওয়া সম্ভবপর হত না। মূল্যবান সময় যাতায়াতের পথে যাতে সময় নষ্ট না হয় সেই উদ্দেশ্যে রাজ্যের সমস্ত বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের 'সবুজসাথী' প্রকল্পের মাধ্যমে বিনামূল্যে সাইকেল দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকার। ১ কোটি ১৫ লক্ষ ছাত্রছাত্রীকে সাইকেল দেওয়ার ফলে বিদ্যালয়ে যাতায়াতের সুবিধা হয়েছে। এর পাশাপাশি বিভিন্ন ব্যক্তিগত কাজেও সাইকেল ব্যবহার করে সময় অপচয় রোধ করতে সচেষ্ট হচ্ছে। কোভিড-১৯-এর সময় যখন বিশ্ব অবরুদ্ধ তথা অচলাবস্থায় তখন বিদ্যালয়গুলো বন্ধ রাখতে বাধ্য। সেইসময় বিদ্যালয়কে ড্রইংরুমে পৌঁছে দিতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নতুন প্রকল্প 'তরুণের স্বপ্ন'। সমস্ত অভিভাবকের পক্ষে যা ছিল প্রায় অসম্ভব এবং অসহায়তার এই প্রকল্পের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী বন্ধুর মতো পাশে দাঁড়িয়ে সময়ের প্রয়োজনে টেকস্যাভি করতে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের ট্যাব অথবা অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন কেনার জন্য ১০,০০০ টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ২৭ লক্ষ ছাত্রছাত্রী সরাসরি উপকৃত হয়েছে।

(পরবর্তী পর্ব আগামিকাল)

হুগলির ত্রিবেণী ঘাটে গাড়ি রাখাকে কেন্দ্র করে দু'পক্ষের বচসা থেকে মারামারি। অভিযোগ পেয়ে পাঁচজনকে গ্রেফতার করল পুলিশ

হস্তশিল্পী ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির আয় বাড়াতে উদ্যোগ রাজ্যের

জেলায় জেলায় এবার গ্রামীণ মেলা

প্রতিবেদন : হস্তশিল্পীদের এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলোর আয় বাড়াতে রাজ্য সরকার জেলায় জেলায় গ্রামীণ মেলা আয়োজনের নির্দেশ দিয়েছে। রাজ্যের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প দফতরকে এই মেলা আয়োজনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। লোকসভা ভোটের কথা মাথায় দেখে ১৫ মার্চের মধ্যেই সেই সব মেলার আয়োজন সেরে ফেলতে হবে বলে জানানো হয়েছে। মূলত রাজ্যের স্বনির্ভর গোষ্ঠী, কারিগর এবং তাঁতিদের তৈরি সামগ্রী বিক্রির জন্যই এই মেলা আয়োজনের নির্দেশ বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে।

গ্রামাঞ্চলের পাশাপাশি শিলিগুড়ি, বোলপুর ও দুর্গাপুর এই ৩ শহরে আঞ্চলিক মেলার আয়োজন করা হবে। তবে সেই ৩ মেলা জেলার মেলাগুলির সঙ্গে আয়োজিত হবে না। জেলার মেলা শেষ হয়ে গেলে তখন এই ৩ জায়গায় রিজিওনাল মেলার আয়োজন করা হবে। উল্লেখ্য, রাজ্য বাজেটেই রাজ্যের স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির পাশাপাশি কারিগর এবং তাঁতিদের কল্যাণে একাধিক সুবিধা প্রদানের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। যেমন উপজাতি সদস্য দ্বারা পরিচালিত লোকাল এরিয়া মাল্টিপারপাস সোসাইটি বা ল্যাম্পস-এর অন্তর্ভুক্ত স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে ২৫,০০০ টাকা দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

রাজ্যের এই রকম ১০ হাজার স্বনির্ভর গোষ্ঠী এই আর্থিক সুবিধা পেতে চলেছে। এর জন্য বাজেটে ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দও করা হয়েছে। এর ফলে ১ লক্ষেরও বেশি উপজাতি সম্প্রদায়ের মহিলারা উপকৃত হবেন। আবার কারিগর এবং তাঁতিদের কল্যাণে যন্ত্রপাতি কেনা, শেড নির্মাণ এবং বিপণনের জন্য একজন কারিগর এককালীন ১৫ হাজার টাকা এবং শিল্প সমবায় সমিতি ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অনুদান দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। চলতি অর্থবর্ষে ২ লক্ষ কারিগর এর আওতায় আসছেন। এর জন্য আর্থিক বরাদ্দ করা হয়েছে ২০০ কোটি টাকা। আগামী ৪ বছরে আরও ৮ লক্ষ কারিগর এর আওতায় আসবেন।

■ কাঁকুড়গাছি সম্মিলিত সর্বজনীনের সরস্বতী পুজোর শোভাযাত্রা। প্রতিমা নিয়ে রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট থেকে কাঁকুড়গাছি পর্যন্ত হয় এই শোভাযাত্রা। উপস্থিত ছিলেন মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দার। — সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

শুরু হচ্ছে কলেরার টিকাকরণ

প্রতিবেদন : রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর ও নাইসেডের যৌথ উদ্যোগে এবার রাজ্য জুড়ে শুরু হচ্ছে কলেরার টিকা। এই ডোজে কোনওরকম ইঞ্জেকশন দেওয়া হবে না। ওষুধ খাওয়ানো হবে মৌখিক ভাবে। প্রথম ডোজ নেওয়ার পর এক থেকে ছয় সপ্তাহের মধ্যে দেওয়া হবে দ্বিতীয় ডোজ। প্রাথমিক পর্যায়ে মোট ৩০ হাজার মানুষকে এই ভ্যাকসিন খাওয়ানো হবে। দক্ষিণ কোরিয়ার এক সংস্থার তৈরি করা কলেরার এই ভ্যাকসিনের নাম ইউভিকল। নাইসেড সূত্রে খবর, গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের অনেক এলাকা কলেরাপ্রবণ। তাই কলেরা টিকার ক্লিনিক্যাল ডেমনস্ট্রেশনের জন্য বাংলাকে বেছে নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের এই কলেরাপ্রবণ এলাকাগুলিতে দেওয়া শুরু হবে ডোজ। নাইসেডের থেকে কলকাতা পুরসভা এই টিকা পাবে। ট্যাংরা, তপসিয়া, তিলজলা, রাজাবাজার, বেলেঘাটা, পার্ক সার্কাস-সহ বেশকিছু অঞ্চলে এই ট্রায়াল হবে। পুরসভার স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি থেকেই এই টিকা দেওয়া হবে বাসিন্দাদের।

এয়ারগানের গুলিতে মৃত্যু শিশুর

প্রতিবেদন : পাণ্ডুয়ার দে পাড়ার বাসিন্দা জামশেদ আলি পাণ্ডুয়া থানার একজন সিভিক ভলান্টিয়ার। তাঁর পাঁচ বছরের শিশুকন্যা জুমানা হায়াত। পাশেই মামার বাড়ি। বিকেলে মামা সাইফার রহমানের বাড়ি যায়। এয়ারগান নিয়ে খেলা করার সময় গুলি ছিটকে বুকে লাগে। অজ্ঞান হয়ে যায় সে। পরিবারের লোকজন তাকে প্রথমে পাণ্ডুয়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় সেখান থেকে চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। কিন্তু কিছুক্ষণ পর সেখানেই তার মৃত্যু হয়। মৃতের আত্মীয় রেশমা সুলতানা বলেন, শিশুটি খুব চঞ্চল। ও তখনই সবে মামার বাড়ি গেছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই এই ঘটনা। মামার পাখিমারা বন্দুক থেকে গুলি ছিটকে বুকে লাগে। নাক-মুখ দিয়ে রক্ত বেরোতে শুরু করে। কিন্তু ওকে বাঁচাতে পারলাম না।

বৃষ্টির সম্ভাবনা, বাড়বে তাপমাত্রা

প্রতিবেদন : ফের বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গে। এদিকে বিদায়বেলাতেও আরও একবার সক্রিয় উত্তুরে হাওয়া। মৌসম ভবনের পূর্বাভাস, মঙ্গলবার থেকে দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু জেলায় বৃষ্টি হতে পারে। বৃহস্পতিবার ভিজতে পারে কলকাতাও। সোমবার বিকেলে থেকে পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, নদিয়ায় বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা। এদিকে সরস্বতী পুজো কাটিয়ে বৃহস্পতিবার কলকাতা, হাওড়া, হুগলিতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা। তবে বৃষ্টি হলেও তাপমাত্রা কমার কোনও ইঙ্গিত নেই। বরং সোমবারের পর থেকে ২-৪ ডিগ্রি বাড়তে পারে তাপমাত্রা। সোমবার শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কালিম্পং, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদহে।

মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে হাড়োয়ায় সভা

সংবাদদাতা, বারাসত : রাজ্য বাজেটের হাত ধরে সরস্বতী পুজোর আগেই লক্ষ্মী এল ঘরে। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের ভাতা বাড়ার আনন্দে উচ্ছ্বসিত মহিলারা ধন্যবাদ জানালেন জননেত্রীকে। হাড়োয়া বিধানসভা এলাকার বারাসাত-২ নম্বর ব্লকের কীর্তিপুর -২ অঞ্চলের তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে গ্রামের সাধারণ মহিলারাও সবুজ আবিরে মেতে উঠলেন রবিবার। ব্লক মহিলা তৃণমূল সভানেত্রী মনোয়ারা বিবি বলেন, রাজ্য বাজেটে মা লক্ষ্মীর কৃপা পড়ল লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে। মহিলাদের এই স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ প্রমাণ করে বাংলার নারীসমাজ সহ সর্বস্তরের মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত স্থানীয় জেলা পরিষদ কর্মাধ্যক্ষ এ কে এম ফারহাদ বলেন, সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের মাধ্যমে ২ কোটি ১১ লক্ষ মহিলা আর্থিক সহায়তা পাচ্ছেন। এবার সেই প্রকল্পেও সাধারণ উপভোক্তাদের ভাতা বেড়ে দ্বিগুণ হয়েছে। এতে গ্রাম বাংলার মহিলাদের উপকার হল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি শম্ভুনাথ ঘোষ, পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ সাহাবুদ্দিন আলি, স্থানীয় প্রধান সহিদুল আলি, উপপ্রধান রমা মণ্ডল, রবিউল হোসেন, মহিউদ্দিন মোল্লা, গোপাল, স্বপন, কাশেম, কামরুল, আক্তাম প্রমুখ।

■ হাড়োয়ার সভায় মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন স্থানীয় তৃণমূল নেতা-কর্মীরা। রবিবার।

রূপনারায়ণে নৌকাডুবি উদ্ধার আরও দু'জনের দেহ

সংবাদদাতা, হাওড়া : দু'দিন পর রূপনারায়ণ নৌকাডুবির ঘটনায় উদ্ধার হল আরও দু'জনের দেহ। এখনও নিখোঁজ আরও দুই। রবিবার সকলেই এই দু'জনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। মৃতদের নাম অচ্যুৎ সাহা(৫৯) ও ঋষভ পাল(৭)। অচ্যুতের বাড়ি লিলুয়ার বেলগাছিয়ার লিচুবাগানের 'কে' রোডে। ঋষভের বাড়ি লিলুয়ার চামরাইলের বিবেকানন্দ পল্লিতে। অচ্যুতের দেহ হুগলির খানাকুলের পানশুলি ঘাট এবং ঋষভের দেহ হাওড়ার জয়পুর থানার চিতনানের বিড়াল কালীতলা ঘাট থেকে উদ্ধার হয়েছে। দুটি দেহই বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর কর্মীরা উদ্ধার করেছে। এই নিয়ে রূপনারায়ণে নৌকাডুবির ঘটনায় এখনও ৩ জনের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। দুটি মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় পশ্চিম মেদিনীপুরের দুধকুমরার ত্রিবেণী পার্কে পিকনিক করে নৌকায় হাওড়ায় ফিরছিলেন ১৮ জনের একটি দল। সেই সময় নৌকায় জল ঢুকতে শুরু করে। অভিযোগ, মাঝিকে বারবার বলা হলেও সে কর্ণপাত করেনি। মাঝপথেই নৌকাডুবি হয়। নৌকার ১৩ জন যাত্রীকে বাঁচানো সম্ভব হলেও ৫ জন তলিয়ে যায়। এরপরেই এনডিআরএফ, বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, সিভিল ডিফেন্স একযোগে নদীতে তল্লাশি শুরু করে।

ভালবাসার সপ্তাহে ভ্যালেন্টাইন চপে মজেছে ব্যান্ডেল

সংবাদদাতা, হুগলি : আর কয়েকদিন পর ভ্যালেন্টাইন্স ডে। রোজ ডে দিয়ে ভ্যালেন্টাইন সপ্তাহ পালন শুরু হয়েছে। বাঙালির 'ভ্যালেন্টাইন' সরস্বতী পুজোও এবার ১৪ ফেব্রুয়ারি, একই দিনে পড়েছে। তাই ভ্যালেন্টাইন্স ডে আর সরস্বতী পুজোর আনন্দ একসঙ্গে পালন হবে এবার। সেই প্রেম দিবসের আগেই হৃদয়-চপে মজেছে ব্যান্ডেল।

ব্যান্ডেল স্টেশন রোডের চপ বিক্রেতা দম্পতি তপন ও জ্যোৎস্না সাহার স্টলে হরেক চপের পসরা সাজানো থাকে। আলুর চপ, চিকেন ভার্মিশালি, ডিমের ডেভিল, কাটলেট, মাছ ও মাংসের চপ যেমন আছে, তেমনি ভ্যালেন্টাইন চপ ক্রেতাদের আকর্ষণ করছে। সন্ধ্যায় চপের দোকান খুলতেই ভিড় জমছে। ভ্যালেন্টাইন্স ডে উপলক্ষে তৈরি হৃদয় আকৃতির ভেজিটেবল চপের চাহিদা তুঙ্গে। দশ টাকা দামের মুচমুচে হৃদয়-চপ স্বাদেও অতুলনীয়, বলছেন ক্রেতারা। ভ্যালেন্টাইন ডে-তে খাওয়ার প্ল্যান যাই হোক, তার আগে ভ্যালেন্টাইন চপ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছেন ব্যান্ডেলের বাসিন্দারা।

সাহা দম্পতি জানান, ভেজিটেবল চপ সাধারণত লম্বাটে বা চ্যাপ্টা আকারের হয়। সামনেই ভ্যালেন্টাইন্স ডে, তাই হৃদয়ের আকৃতির চপ করলে কেমন হয়, এই ভেবেই তৈরি করা। বিট, গাজর, বিন, ক্যাপসি, বাদাম দিয়ে তৈরি এই চপ। হৃদয়ের রং লাল, এই চপ ভাঙলে সেই লাল রংও পাওয়া যাবে। ভালবেসে বানানো এই চপ আদতেই ভালবাসার চপ।

রবিবার সাতসকালে অন্ডালে হাইড্রেনের পাশে উদ্ধার হল খনিকর্মীর মৃতদেহ। মৃত গঙ্গাধর প্রধান অন্ডালের মুকুন্দপুরের বাসিন্দা

পলিটেকনিক, আইটিআই, ভোকেশনাল কোর্স নিয়ে সিদ্ধান্ত রাজ্যের

মহিলাদের জন্য ২০% আসন সংরক্ষণ

প্রতিবেদন : প্রযুক্তিগত শিক্ষার ক্ষেত্রে ফের একবার মানবিক রাজ্য সরকার। এবার থেকে পলিটেকনিক কলেজে মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকারের। পাশাপাশি ভোকেশনাল ট্রেনিং নিয়েও বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। জানা গিয়েছে, আইটিআই এবং ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টারে মহিলাদের জন্য ২০ শতাংশ আসন সংরক্ষিত থাকবে।

বারবার দেখা গিয়েছে প্রযুক্তিগত শিক্ষার ক্ষেত্রে মহিলাদের থেকে পুরুষদের সংখ্যা বেশি। কিন্তু বর্তমান রাজ্য সরকার সবসময় নারীদের শিক্ষা, অগ্রগতির ক্ষেত্রে জোর দিয়েছে। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে মেয়েরা নিজেদের দক্ষতা প্রমাণ করেছে। তাই মেয়েদের আরও উৎসাহ দিতে পাশে দাঁড়াল পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

রাজ্যের ৩,১৪৭টি আইটিআই পলিটেকনিক কলেজ এবং ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার আছে। ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষ থেকেই এই ২০ শতাংশ আসন সংরক্ষণের নিয়ম কার্যকর হবে বলে জানা যাচ্ছে।

শিক্ষাবিদরাও এই বিষয়টিকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। রাজ্যের পলিটেকনিক, আইটিআই এবং ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টারের সব কোর্সেই মহিলাদের এই আসন সংরক্ষণ থাকছে। তবে দ্বিতীয় পর্বের কাউন্সেলিংয়ের পরও যদি আসন ফাঁকা থাকে, তাহলে সেগুলিতে আর এই নিয়ম কার্যকর করা হবে না। সেখানে যোগ্যতার ভিত্তিতে মহিলা-পুরুষ নির্বিশেষে যে কেউ ভর্তি হতে পারবেন। পাশাপাশি জেলাভিত্তিক আসন সংরক্ষণের নিয়ম চালু করতে চলেছে সরকার। যে জেলায় সংশ্লিষ্ট পলিটেকনিক কলেজ, আইটিআই এবং ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার আছে, সেই জেলার পড়ুয়াদের জন্য ৫০ শতাংশ আসন সংরক্ষিত থাকবে। বাকি ৫০ শতাংশ আসনে অন্য জেলার পড়ুয়ারা নিয়ম মেনে ভর্তি হতে পারবেন।

■ সুভাষ উদ্যানের বালক সংঘ ক্লাবের শতবর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠানে কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম, প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার সন্দীপ পাতিল ও স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ। রবিবার।

জনস্রোতে শপথ ধরনা মঞ্চে

(প্রথম পাতার পর)

বিধায়ক নির্মল মাজি বলেন, বাংলার খেটে খাওয়া মানুষের প্রতি কেন্দ্রীয় বঞ্চনার পাশাপাশি আমাদের এই আন্দোলন কেন্দ্রীয় সরকারের ধর্মীয় বিভাজন ও হিংসাত্মক রাজনীতির বিরুদ্ধেও। দলের মুখপাত্র দেবাংশু ভট্টাচার্য বলেন, আসন্ন লোকসভা নির্বাচন কেন্দ্রীয় সরকারের উইকেট বাঁচানোর লড়াই। বাংলার মানুষ এমন বোলিং করবে, বাংলার ১৮ জন বিজেপি সাংসদ একে একে বোল্ড আউট হয়ে যাবেন। প্রধানমন্ত্রী এমন বোমা মেরেছেন যে, ৪৫০ টাকার গ্যাসের দাম হয়ে গিয়েছে ১২০০ টাকা! কেরোসিন, পেট্রোল-ডিজেল, জীবনদায়ী ওষুধ— সবকিছুই বোমা মেরে বাড়িয়ে দিয়েছেন নরেন্দ্র মোদি। তার জবাব বাংলার মানুষ লোকসভা ভোটেই দেবেন। বিধায়ক বিদেশ বসু বলেন, বাংলার সাধারণ মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জান-প্রাণ দিয়ে ভালবাসেন। সেই হিংসা থেকেই বাংলার মানুষের কোটি কোটি টাকা আটকে রেখেছে কেন্দ্র। সাংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, বিজেপি আসলে বাজে পার্টি, থার্ডক্লাস পার্টি। শুধু বক্তৃতা আর বকবক করা পার্টি। রাজ্য সহসভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে চারজন রাজ্যসভার প্রার্থী ঘোষণা করেছেন, তার মধ্যে ৩ জন মহিলা। তিনি নারীদের সম্মান দিতে জানেন। আর নরেন্দ্র মোদি নারীসুরক্ষার মুখোশ পরে থাকেন।

ঋজু বসু বলেন, ২৪-এর লোকসভায় বাংলায় ৪২-এ ৪২টাই জিতবে তৃণমূল কংগ্রেস। আর ২০২৬-এ এই রাজ্য থেকে ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাবে বিজেপি। কল্যাণ ঘোষ বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকে সাড়া দিয়ে বাংলার মানুষ প্রমাণ করে দিয়েছে, তারা মাথা নিচু করতে জানে না।

আজ শুরু কুম্ভমেলা মঙ্গলে শাহি স্নান

সংবাদদাতা, হুগলি : অবশেষে অনুমতি মিলল ত্রিবেণী কুম্ভমেলার। শর্তসাপেক্ষে এবার ত্রিবেণী কুম্ভমেলা আয়োজিত হচ্ছে। ১২ ফেব্রুয়ারি শুরু হবে কুম্ভমেলা, ১৩ ফেব্রুয়ারি হবে শাহি স্নান। এবার অনেকটাই ছোট আকারে হতে চলেছে এই মেলা। বুধবার ত্রিবেণীর কুম্ভমেলার মাঠে আয়োজন হয় যজ্ঞের, হয় কুম্ভমেলার ধ্বজোত্তোলন। গত দু'বছর মাঘ সংক্রান্তিতে কুম্ভমেলা হয়েছিল ত্রিবেণীতে। এলাহাবাদে যেমন গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর সঙ্গম আছে, তেমনই ত্রিবেণীতেও আছে। সেই সঙ্গমস্থলে ৭০০ বছর আগে কুম্ভ হত বলে দাবি মেলা কমিটির। গঙ্গাসাগর থেকে ফেরার পথে সাধু-সন্তরা ত্রিবেণীতে বিশ্রাম নিতেন। মাঘ সংক্রান্তিতে ত্রিবেণী চেহারা নিত মিনি কুম্ভের। মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য এবার ত্রিবেণীর কুম্ভমেলা নিয়ে অনিশ্চয়তা শুরু হয়। অবশেষে মেলা কমিটি একদিন পরে মেলা শুরু

■ কুম্ভমেলা উপলক্ষে ত্রিবেণীতে সাধুসন্তদের জমায়েত।

করতে সম্মত হয়। বদলে যায় মেলার স্থানও। শর্ত দেওয়া হয়, ব্যবহার করা যাবে না লাউড স্পিকার। ৩৬ ডেসিবেল মাত্রা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। রবিবার থেকে সাধু-সন্তরা আসতে শুরু করবে। কুম্ভমেলা কমিটির মুখ্য সংগঠক সাধন মুখোপাধ্যায় বলেন, এবছর কুম্ভমেলা তিনদিনের বদলে হবে দেড়দিনের। ১১ ফেব্রুয়ারির বদলে ১২ তারিখ বিকেল থেকে শুরু হচ্ছে কুম্ভ। বাঁশবেড়িয়ার উপ-পুরপ্রধান শিল্পী চট্টোপাধ্যায় বলেন, মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য প্রথমে কুম্ভমেলা বন্ধের কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু ধর্মীয় ভাবাবেগের কথা মাথায় রেখে ছোট করে মেলা করার মৌখিক অনুমতি দেওয়া হয়। পুরসভার তরফে পরিচ্ছন্নতা, পানীয় জল-সহ সমস্তরকম সহায়তা দেওয়া হচ্ছে।

বিরল প্রজাতির কচ্ছপ উদ্ধার

সংবাদদাতা, হুগলি : জল থেকে উঠে ধীর পায়ে জিটি রোডের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল সে। হঠাৎই চোখে পড়ে গেল স্থানীয় বাসিন্দাদের। আর এতেই প্রাণ বাঁচল তাঁর। না কোনও মানুষ নয়। স্থানীয়দের ও বনবিভাগের তৎপরতায় আবার নিজের পুরনো বাসস্থানে ফিরে গেল বিরল প্রজাতির কচ্ছপ। রবিবার সকালে উত্তরপাড়ায় প্রায় দেড় কেজি ওজনের ফ্ল্যাপ শেল প্রজাতির কচ্ছপ উদ্ধার হয়। এদিন উত্তরপাড়ার মন্দিরবাড়ির ঘাট থেকে উঠে যাওয়ার সময় ওই কচ্ছপটিকে চোখে পড়ে এলাকার কয়েকজনের। ভয়ে তখন নিজের বর্মের ভেতর মুখ লুকিয়েছে কচ্ছপটি। স্থানীয়রা খবর দেন বন দফতরে। কচ্ছপটি সুস্থ থাকলে তার প্রকৃত বাসস্থানে ছেড়ে দেওয়ার পরামর্শ দেন বন দফতরের আধিকারিকরা। পরে গঙ্গায় কচ্ছপটিকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

আজ আরামবাগে মুখ্যমন্ত্রী, সঙ্গে দেব

(প্রথম পাতার পর)

বর্ধমানের পর তিনি সম্প্রতি গিয়েছিলেন উত্তরের জেলা-সহ মুর্শিদাবাদ ও নদিয়া সফরে। খুব সম্প্রতি তিনি হাওড়ায় প্রশাসনিক সভা ও পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠান করেছেন। এবার তাঁর নজরে হুগলি জেলা। সেইমতো সোমবার হুগলি জেলার আরামবাগে সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠান-কর্মসূচিতে যোগ দেবেন মুখ্যমন্ত্রী। আরামবাগের কালীপুরে ওই সভা হবে। এই সফরে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গী হচ্ছেন সাংসদ অভিনেতা দেব। তাঁকে নিয়েই আরামবাগ থেকে হুগলি জেলার মানুষের জন্য পরিষেবা প্রদান করবেন মুখ্যমন্ত্রী।

দেব জানালেন : দলনেত্রী এবং অভিষেকের সঙ্গে শনিবার বৈঠকের পর রবিবার দেব জানালেন, সর্বোচ্চ নেতৃত্ব জানিয়েছেন, ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান হবেই। কেন্দ্র টাকা না দিলে রাজ্য করবে। দেব বলেন, সাংসদ হিসেবে এই মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়িত করা তাঁর স্বপ্ন।

বাংলার অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করবে মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের কর্মশ্রী

প্রতিবেদন : রাজ্যের অর্থনীতিতে এক ব্যতিক্রমী মাত্রা যোগ করছে 'কর্মশ্রী'। রাজ্যের এই নয়া প্রকল্পের ফলে একদিকে যেমন ক্রয়ক্ষমতা বাড়বে শ্রমিকদের, অন্যদিকে প্রকল্পের ৮ হাজার কোটি টাকার একটা বড় অংশ সমৃদ্ধ করবে রাজ্যের অর্থনীতিকেও। এই বিশাল অঙ্কের টাকার অনেকটাই ফিরে আসবে বাংলার বাজারে। সেখান থেকেই কিছুটা টাকা রাজ্যের কোষাগারে ফিরে আসবে কর বাবদ। এটাই বৈশিষ্ট্য রাজ্যের এই নয়া প্রকল্পের। কেন্দ্রের ১০০ দিনের কাজের বিকল্প হিসাবে গ্রাম বাংলার অর্থনীতিতেই নয়া অক্সিজেন হয়ে আসছে'কর্মশ্রী' প্রকল্প ।

কেন কর্মশ্রীকে গ্রাম বাংলার অর্থনীতিতে নয়া অক্সিজেন বলা হচ্ছে তার ব্যাখ্যা মিলেছে রাজ্য সরকারের তরফে। তাঁদের বক্তব্য, কেন্দ্রের ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে বাংলার বকেয়ার পরিমাণ প্রায় ৭ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে মজুরি বাবদ বকেয়া ৩৭৩২ কোটি টাকা। সেই টাকা বিগত ২ বছর ধরে আটকে রেখেছে কেন্দ্র

সরকার। সেই টাকা না আসায় গ্রাম বাংলার অর্থনীতিতে বড় ধাক্কা লাগার মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল। কেননা এই রাজ্যে ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে অদক্ষ শ্রমিকদের ন্যূনতম দৈনিক মজুরি ২২৩ টাকা করে দেওয়া হয়। স্বল্প দক্ষ শ্রমিকদের দেওয়া হয় দৈনিক ৩৩৪ টাকা ও দক্ষ শ্রমিকদের ক্ষেত্রে তা ৪৪৬ টাকা। সেই হিসাবে ১ জন মানুষ ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে কাজ করলে তাঁর হাতে ২২ হাজার ৩০০ টাকা আসত। মাসের হিসাবে তা ৭ হাজার টাকার সামান্য বেশি। এটা ন্যূনতম হিসাব। সেই আয় না থাকায় বাংলার জবকার্ড হোল্ডার-দের আয় ধাক্কা খেয়েছে। কমে গিয়েছে তাঁদের ক্রয়ক্ষমতা। সেই ক্ষতের ওপর প্রলেপ দিতে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের একাধিক দফতরকে নির্দেশ দেন ১০০ দিনের কাজের শ্রমিকদের কাজ দিতে। এমনকী পথশ্রী ও রাস্তাশ্রীর কাজেও টেন্ডার প্রাপ্ত ঠিকাদারদের নির্দেশ দিয়েছিলেন তাঁদের বাধ্যতামূলকভাবে কাজ দিতে। সেই সব নির্দেশের জেরে জবকার্ড হোল্ডারদের হাতে কিছুটা হলেও টাকা গিয়েছে। কিন্তু কেন্দ্র আবার কবে টাকা দেবে সেই দিনের জন্য আর অপেক্ষা করতে রাজি নন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বাংলাকে স্বাবলম্বী করে তোলার লক্ষ্যে ৫০ দিনের কাজের প্রকল্প 'কর্মশ্রী' চালু করেছেন।

অভিমান করে স্ত্রী বাপের বাড়ি চলে গিয়েছিল। তাকে ফিরিয়ে আনতে রাতে শ্বশুরবাড়িতে সিঁদ কেটে ঢোকে জামাই। স্ত্রী রাজি না হলে ছুরি দিয়ে কোপায়। চিৎকারে সবাই উঠে পড়লে পালিয়ে যায় জামাই। বাগদা থানা এলাকার ঘটনা

জেলা মৎস্য দফতরের বিশেষ উদ্যোগ

চিংড়ি, কাঁকড়া ও অন্য মাছচাষে মৎস্যগোষ্ঠীর সদস্যদের প্রশিক্ষণ

সংবাদদাতা, নন্দীগ্রাম : মাছ-চিংড়ি-কাঁকড়া চাষে নন্দীগ্রাম- ১ ব্লক এক নতুন দিশা দেখাতে শুরু করেছে। এবার ব্লকের মৎস্য উৎপাদক গোষ্ঠীর প্রশিক্ষণে এলেন মৎস্য বিজ্ঞানীরা। আধুনিক চাষে মাছ-চিংড়ি চাষিদের উৎসাহিত করতে ইতিমধ্যে প্রায় পাঁচশো চাষিকে নিয়ে হোয়াটস-অ্যাপ গ্রুপ গঠন করেছে নন্দীগ্রাম-১ ব্লক মৎস্য বিভাগ। মাছ-চিংড়ি-কাঁকড়া চাষিদের নিয়ে গঠিত হয়েছে মৎস্যগোষ্ঠী। আর এই মৎস্যগোষ্ঠীকে আধুনিক চাষে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে মৎস্য দফতর। সেখানে তিনদিনব্যাপী প্রশিক্ষণ শিবির হয়েছে, নন্দীগ্রাম-১ ব্লকের সভাকক্ষে। মোট দুটি ব্যাচে ১৭টি মৎস্য উৎপাদক গোষ্ঠীর চারজন করে সদস্য-সদস্যা এই প্রশিক্ষণ নেন। প্রশিক্ষণ দেন কেন্দ্রীয় মৎস্য গবেষণা কেন্দ্রের বিজ্ঞানী ড. সঞ্জয় দাস। তিনি আধুনিক চাষের বিষয়টি তুলে ধরেন। প্রশিক্ষণ শিবিরে ছিলেন বিডিও সৌমেন বণিক, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্যামলকুমার সাহু, মৎস্য কর্মাধ্যক্ষ অসীমা দাস, ব্লকের মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ আধিকারিক সুমনকুমার সাহু প্রমুখ। সুমন বলেন, প্রশিক্ষণে একদিকে যেমন নোনাজলে চিংড়ি, কাঁকড়ার চাষ, তেমনই মিষ্টিজলে রুই-কাতলা ও অন্য মাছের চাষের পাশাপাশি আরও বিভিন্ন বৈচিত্র্যময় মাছের আধুনিক চাষের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। মৎস্য আধিকারিকরা প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। মৎস্যবিজ্ঞানীরাও চিংড়ির রোগের বিষয়ে আলোচনা করেছেন। মৎস্য দফতর সূত্রে জানা যায়, আধুনিক উপায়ে মাছচাষে গোষ্ঠীগুলিকে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি চাষে সহায়তা দেবে সরকার। জেলা সহ মৎস্য অধিকর্তা সম্পদ মাজি নন্দীগ্রাম-১ ব্লকের এই কর্মসূচিকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

মৎস্যজীবীদের নিয়ে চলছে প্রশিক্ষণ শিবির।

গরিব মানুষ সামান্য টাকায় পাবে ফ্ল্যাট

শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : অর্থনৈতিকভাবে দুর্বলদের সামান্য টাকায় ফ্ল্যাট দিচ্ছে রাজ্য সরকার। শিলিগুড়ি এশিয়ান হাইওয়ের ধারে আধুনিক পরিকাঠামোর সম্পন্ন সরকারি ফ্ল্যাট তৈরি। এ মাসেই মুখমন্ত্রীর নির্দেশে শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন পরিষদ লটারির মাধ্যমে আর্থিকভাবে দুর্বল পরিবারকে বাছাই করে দেবে ফ্ল্যাটের চাবি। রাজ্য সরকারের উৎস ধারা প্রকল্পে পরিবারের মাথার উপর ছাদ নিশ্চিত করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশমতো উৎসধারা প্রকল্পের আয়তায় এসজেডিএ কাওয়াখালির কাছে উৎসব এশিয়ান হাইওয়ে সংলগ্ন এলাকায় ফ্ল্যাট তৈরির কাজ শুরু হয়। ১৮৪৮টি আবেদনের মধ্যে লটারির মাধ্যমে প্রায় ৪৫০টি আর্থিকভাবে দুর্বল পরিবারকে বাছাই করা হবে। এ নিয়ে এসজেডিএ-র সঙ্গে এই বিষয়ে বিস্তারিত বৈঠক হয় উত্তরবঙ্গ ডিভিশনাল কমিশনার এ আর বর্ধন ও মেয়র গৌতম দেবের। ইতিমধ্যে ১৮৪৮ জন আবেদন করেছেন। শিলিগুড়ি মহকুমা ও জলপাইগুড়ি জেলা মিলে মোট ১৮টি ব্লক এই ফ্ল্যাটের সুবিধে পাবে। এর মধ্যে শিলিগুড়ি পুরনিগম ১৬৯টি ইউনিট, নকশালবাড়ি ব্লক ২১ খড়িবাড়ি ২১ ফাঁসিদেওয়া ২১টি নির্ধারিত রয়েছে। পাশাপাশি জলপাইগুড়ি জেলার সদরের ২১জন, জলপাইগুড়ি পুরসভা ১৭, রাজগঞ্জ ব্লক ৪২, মালবাজার ব্লক ২১, মালবাজার পুরসভা ১৩, প্রান্তে ২১ ময়নাগুড়ি ১৩টি। জানানো হয় অ্যাকশন এলাকার মধ্যে সকলকেই নেওয়া হয়েছে। তফসিলি জাতি-উপজাতির ক্ষেত্রে বিশেষ সংখ্যক নির্ধারিত রয়েছে। মহিলা সংখ্যালঘুদের পৃথক সংখ্যা নির্ধারিত রয়েছে, সঙ্গে তৃতীয় লিঙ্গ কোটা থাকছে। সিনিয়র সিটিজেন কোটায় ইডব্লিউএস -এর প্রবীণ নাগরিকদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

বৈঠকে মহানাগরিক গৌতম দেব।

ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়ার রহস্যমৃত্যু দুর্গাপুরে, বাড়ির অভিযোগ র‍্যাগিং

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : দুর্গাপুরের ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রের রহস্যমৃত্যু। অভিযোগ, র‍্যাগিংয়ের জেরেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। দুর্গাপুরের ফুলজোর সংলগ্ন এক বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের এই ঘটনায় উত্তেজনা ছড়ায় রবিবার সন্ধ্যায়। পড়ুয়া প্রথম বর্ষের বিবিএ-র ছাত্র, গুসকরা এলাকার বাসিন্দা রাজদীপ সরকার। মৃত ছাত্রের বাবা দেবাশিস সরকার জানান, তাঁর পুত্র রবিবার বেলা সাড়ে দশটা নাগাদ ওর মায়ের সঙ্গে কথাও বলেছিল ফোনে, তখনও সে সুস্থ ছিল। হঠাৎ তার ঘণ্টাতিনেক পর দুপুরে কলেজ থেকে একটি ফোন আসে। তাঁকে জানানো হয় যে, তাঁর সন্তান অসুস্থ, বিধাননগরের এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তড়িঘড়ি দুর্গাপুরের বিধাননগরের ওই হাসপাতালে আসেন পরিবারের সদস্যরা। এসে জানতে পারেন ততক্ষণে তাঁদের সন্তান মারা গিয়েছে। এরপরেই কলেজ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সরব হয় বাড়ির লোকেরা। তাঁদের অভিযোগ, মৃতদেহে ক্ষতচিহ্ন রয়েছে। র‍্যাগিংয়ের ফলেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। এই মর্মে কলেজ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

পুত্রশোকে কাতর বাবা।

তৃণমূলে এসেই কোমর বাঁধলেন জয়দীপ

সংবাদদাতা, কোচবিহার : বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে এসেই বিজেপির বিরুদ্ধে কোমরবেঁধে নেমে পড়লেন জয়দীপ ঘোষ। সম্প্রতি বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন দিনহাটার জয়দীপ। তাঁর দলবদলে জোর ধাক্কা খেয়েছে গেরুয়া শিবির। সেই জয়দীপকে তৃণমূল দিনহাটা শহর ব্লক কমিটির সহসভাপতির দায়িত্ব দিয়েছে। জয়দীপ ঘোষকে এদিন দেখা গিয়েছে দিনহাটা শহর ব্লক কমিটিকে নিয়ে বৈঠক করতে। দিনহাটা তৃণমূল কংগ্রেসের সাংগঠনিক শক্তিবৃদ্ধি করতে দিনহাটা শহর তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে হয়েছে এই বৈঠক। জয়দীপ জানান, দিনহাটায় বিজেপিকে হারাতে লোকসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূলের হয়ে জোরকদমে প্রচারে নেমেছেন তিনি। তৃণমূল জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক জানান, কোচবিহার আসনে এই লোকসভা নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয় নিশ্চিত তৃণমূলের। বিজেপিকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

নানুরে গোলমাল, গ্রেফতার তিন

সংবাদদাতা, নানুর : নানুরের বাইতারা গ্রামে অশান্তির জেরে শনিবার রাতে নানুর থানায় মোট সতেরজন দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়। এখনও পর্যন্ত তিনজনকে গ্রেফতার করেছে নানুর থানার পুলিশ। তাদেরকে বোলপুর মহকুমা আদালতে তুলেছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

বিধায়কের ডাকা মহামিছিলে হাঁটলেন দলের হাজারো কর্মী

সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর : রবিবার পিংলার বিধায়ক অজিত মাইতির উদ্যোগে বুড়ামাল থেকে বসন্তপুর পর্যন্ত মহামিছিল হল মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে। মিছিলে হাজার হাজার দলীয় কর্মী-সমর্থক অংশ নেন। ১৬ নং জাতীয় সড়কে প্রায় ৪ কিমি রাস্তা মিছিল হয়। মুখ্যমন্ত্রী একশো দিনের কাজের টাকার ব্যবস্থা করেছেন, মহিলাদের লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা বাড়িয়েছেন। তারই সমর্থনে এবং কেন্দ্রীয় বঞ্চনার বিরুদ্ধে হল এই মহামিছিল। বিধায়ক ছাড়াও ছিলেন ব্লক ও অঞ্চলের নেতারা। অজিতবাবু বলেন, এই ধরনের মিছিল আমার ৪০ বছরের রাজনৈতিক জীবনে দেখিনি।

রাম-বামের দুই পঞ্চায়েত সদস্য পাঁচশো সঙ্গী নিয়ে এলেন তৃণমূলে

সংবাদদাতা, করণদিঘি : লোকসভা ভোটের আগে ফের ভাঙন বিরোধী শিবিরে। করণদিঘির বিধায়ক গৌতম পালের নেতৃত্বে বাম-কংগ্রেস জোটের দু'জন পঞ্চায়েত সদস্য-সহ রাম-বামের ৫০০ জন তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন। করণদিঘি ব্লকের আলতাপুর ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাগডোবা মোড়ে এই যোগদান সভাটি হয়। বিধায়ক গৌতম পাল বলেন, বিভিন্ন দল থেকে ৫০০ জন তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন। ছিলেন দলের জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল, উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদের সভাধিপতি পম্পা পাল প্রমুখ।

বিজেপি, আজসু ছেড়ে তৃণমূলে বাঘমুন্ডির দুই পঞ্চায়েত সদস্য

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : রবিবার বিকেলে তৃণমূল আয়োজিত অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে বিজেপি ও আজসু ছেড়ে ঘাসফুল শিবিরে যোগ দিলেন বাঘমুন্ডি গ্রাম পঞ্চায়েতের দুই সদস্য। দলে নবাগত গোবিন্দপুর সংসদে নির্বাচিত বিজেপির বিজলা কুমার ও খটকাডি সংসদে নির্বাচিত আজসুর কর্মী মাহাতর হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন বাঘমুন্ডির তৃণমূল বিধায়ক সুশান্ত মাহাতো। তিনি বলেন, ''২০ আসনের বাঘমুন্ডি পঞ্চায়েতে তৃণমূলের হাতে ছিল ১৪টি আসন। সেটা এখন বেড়ে হল ১৬।''

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
12 February, 2024 • Monday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

তৃণমূলে যোগদান

■ লোকসভা নির্বাচনের আগে বিজেপিতে ধস অব্যাহত। কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের চিলকিরহাট অঞ্চলের ২৭ ও ২৮ নং বুথে খুলি বৈঠক এবং খুলি বৈঠক শেষ বহু কর্মী বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদান করলেন। তাদের হাতে দলের পতাকা তুলে দেন তৃণমূল কংগ্রেস জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক ও জেলাপরিষদের সভাধিপতি সুমিতা বর্মন।

লেপার্ডের দেহ উদ্ধার

■ চা-বাগান থেকে উদ্ধার হল চিতাবাঘের দেহ। রবিবার ক্রান্তি ব্লকের রাজাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর মাঝগ্রামের পারুল চা বাগানে ঘটনাটি ঘটেছে। এদিন সকালে শ্রমিকরা বাগানে কাজ করতে গিয়ে চিতাবাঘের মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেন। তড়িঘড়ি খবর দেওয়া হয় বনদফতরে। এরপর আপালচাঁদ রেঞ্জের কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে চিতাবাঘের দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে দেন। প্রাথমিকভাবে চিতাবাঘের শরীরে কোনও আঘাতের চিহ্ন না থাকায় স্বাভাবিক মৃত্যু বলেই বন দফতরের কর্মীরা জানিয়েছেন।

পুকুরে বিষ

■ সাতসকালে পুকুরে ভেসে উঠল মরা মাছ। পুকুরে বিষ ঢেলে মাছ মারার অভিযোগ। পুকুরে ভেসে উঠল শয়ে শয়ে মরা মাছ। মালদার চাঁচল-২ ব্লকের ক্ষেমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নতুন কান্ডারণ এলাকার ঘটনা। এই ঘটনায় মাথায় হাত পড়েছে মাছ ব্যবসায়ীর। কে বা কারা এমনটা করল, তা স্পষ্ট নয়। সামসী রতনপুর হাটখোলার বাসিন্দা মতি বিশ্বাসের নতুন কান্ডারণ এলাকায় বিএড কলেজের পাশে একটি পুকুর রয়েছে। সেই পুকুর লিজে নিয়ে মাছ চাষ শুরু করেন একরামুল হক।

ক্রিকেট টুর্নামেন্ট

■ তৃণমূল ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে চকচকায় ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হল। জয়ী টিমের হাতে এদিন ট্রফি তুলে দেন তৃণমূল কংগ্রেসের কোচবিহার ২ ব্লক সভাপতি সজল সরকার। ব্লক সভাপতি বলেন বিভিন্ন ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের ছাত্র যুব সংগঠন তরুণ প্রজন্মকে উজ্জীবিত করতে ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়।

ইসলামপুরের মহকুমা হাসপাতালে দ্রুতগতিতে চলছে কাজ

শিশুবিভাগে বসছে সেন্ট্রাল এসি

অপরাজিতা জোয়ারদার ● রায়গঞ্জ

রাজ্যে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যক্ষেত্রে গতি এসেছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে। প্রত্যন্ত এলাকার হাসপাতালগুলিতেও হয়েছে উন্নয়ন। এবার মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের ২৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালের শিশু বিভাগ পেতে চলেছে সেন্ট্রাল এসি পরিষেবা। ফলে এখন থেকে হাসপাতালের ভর্তি হলে প্রচণ্ড গরমে বাচ্চাদের আর কষ্ট পেতে হবে না। হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারপার্সন কানাইয়ালাল আগরওয়াল জানান, খুব শীঘ্রই কাজ শেষ হবে। ইতিমধ্যেই রোগী কল্যাণ সমিতির বৈঠকে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে। ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে পেডিয়াট্রিক ওয়ার্ডে ৩০ শয্যার ব্যবস্থা আছে। ২০২২ সালে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ওই ওয়ার্ডে সেন্ট্রাল এসি বসানোর আবেদন করে। অবশেষে চলতি

মাসেই কাজ শুরু হবে বলে জানা গিয়েছে। এই হাসপাতালে নির্ভরশীল রয়েছেন ইসলামপুর মহকুমার বিভিন্ন ব্লক-সহ ইসলামপুর সংলগ্ন বিহারের কয়েক হাজার মানুষ। প্রচন্ড গরমে বড়দের তুলনায় সমস্যা হয় শিশুদের। সমস্যা হত পরিজনদেরও। ফলে পেডিয়াট্রিক ওয়ার্ডে সেন্ট্রাল এসি বসানোর সিদ্ধান্ত নেয় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, কাজ শুরু হওয়ার জন্য এই ওয়ার্ডটি অন্য জায়গায় স্থানান্তর করা হচ্ছে। সেখানে ১৫-১৭টি শয্যার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। পুরোনো ওয়ার্ডে ৩০টি শয্যা ছিল। কিন্তু কাজ চলা পর্যন্ত শয্যার সংখ্যা কমাতে হচ্ছে। সেন্ট্রাল এসি লাগানো হয়ে গেলে পুনরায় সব কটি শয্যাতেই রোগীদের ভর্তি করা যাবে। ফলে গরমে আর কষ্ট পাবে না শিশু ও পরিজনেরা। এই খবরে খুশি সকলে। উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে প্রত্যন্ত এলাকার হাসপাতালগুলিতে হয়েছে উন্নয়ন। দুর্গম বক্সা পাহাড়েও পৌঁছে গিয়েছে পালকি অ্যাম্বুল্যান্স। জেলার গ্রামীণ হাসপাতালগুলিতে কোথাও শয্যাবৃদ্ধি, কোথাও নতুন ওয়ার্ডের পরিকল্পনা চলছে। মহকুমা হাসপাতালগুলিও উন্নয়নের মুখ দেখছে তৃণমূল সরকারের আমলে।

শিলিগুড়িতে ৭ সশস্ত্র দুষ্কৃতী ধৃত

প্রতিবেদন : শিলিগুড়ির তিনটি পৃথক এলাকায় অভিযান চালিয়ে সাতজন সশস্ত্র দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করল পুলিশ। শনিবার রাতে ভক্তিনগর থানার কাছে গোপন সূত্র মারফত খবর আসে, পায়েল মোড়ের পেছনে এক ব্যক্তি কোমরে বন্দুক নিয়ে ঘোরাঘুরি করছে। এরপরই পুলিশ ওই এলাকায় অভিযান চালিয়ে ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। অপরদিকে শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে আটটার দিকে এয়ারভিউ মোড় সংলগ্ন মহানন্দা সেতুর ঠিক নীচে কুলিপাড়ায় বন্দুক নিয়ে ঘুরছিল আর এক তরুণ। প্রধাননগর থানার পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। এরপরই কুলিপাড়ার ওই জায়গা থেকে কিছুটা দূরেই মহানন্দা চরে প্রায় এগারোজনের দল ধারালো অস্ত্র নিয়ে জড়ো হয়েছে বলে খবর আসে। প্রধাননগর থানার সাদা পোশাকের পুলিশ সেখানে অভিযান চালালে কয়েকজন নদী পেরিয়ে পালিয়ে গেলেও পাঁচজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ালেন বিধায়ক

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে দাঁড়ালেন ইটাহারের তৃণমূল বিধায়ক মোশারফ হোসেন। গত দুই দিন আগে ইটাহার থানার সুরুন এক অঞ্চলের খরস্রোতা গ্রামে নিগেন বসাক, মারু বেওয়া-সহ চারটি পরিবারের বাড়ি আগুন লেগে পুড়ে যাওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। রবিবার ইটাহারের তৃণমূলের বিধায়ক মোশারফ হোসেন খরস্রোতা গ্রামে গিয়ে অসহায় পরিবারগুলোর মধ্যে জামা, কাপড়, খাদ্যসামগ্রী পলিথিন-সহ নগদ অর্থ তুলে দেওয়া হয় বিধায়ক-এর উদ্যোগে। তবে আগামী দিনে পরিবারগুলোর সব ধরনের

সহযোগিতা করা হবে বলে জানান বিধায়ক। বিধায়ক-সহ এলাকার জেলা পরিষদের সদস্য কার্তিক দাস, পঞ্চায়েত প্রধান উষারানি দাস, জিতু দাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বিক্রি বেড়েছে কালো নুনিয়ার

প্রতিবেদন : জিআই ট্যাগ পেয়েছে উত্তরের কালো নুনিয়ার চাল। তারপরই বিক্রি বেড়েছে দ্বিগুণ। জলপাইগুড়ি শহরের নেতাজি পাড়ার মাঠে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ৪ দিনব্যাপী সৃষ্টিশ্রী মেলা। মেলায় রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের মধ্যে

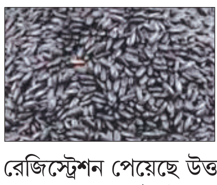

নজর কেড়েছে কৃষি দফতরের স্টল। সেখানেই দেদার বিকোচ্ছে কালো নুনিয়ার চাল। বিখ্যাত কালো নুনিয়া চাল কিনতে কৃষি দফতরে স্টলে উপচে পড়ছে ভিড়। ১০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। সম্প্রতি জিওগ্রাফিকাল ইন্ডিকেশন রেজিস্ট্রেশন পেয়েছে উত্তরবঙ্গের এই কালো নুনিয়া চাল। অর্থাৎ এখন থেকে দেশের অন্যতম ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে এই ধানকে। সেজন্য একদিকে যেমন খুশি কৃষকরা, পাশাপাশি সেই কালো নুনিয়া ধানের স্টলে উপচে পড়ছে সাধারণ মানুষের ভিড়। এতে খুশি বিক্রেতা।

দুই দাঁতালের লড়াই, কোমর ভেঙে আহত ১

প্রতিবেদন : সঙ্গীনীর দখল নিয়ে দুই দাঁতালের লড়াই। গুরুতর জখম অবস্থায় একটি দাঁতাল হলং নদীর ধারে পড়ে রয়েছে। কোমরের হাড় ভেঙে গিয়েছে হাতিটির। এই

প্রসঙ্গে জলদাপাড়া বনবিভাগের বন্যপ্রাণী চিকিৎসক উৎপল শর্মা বলেন, জখম হাতিটির বাঁচার সম্ভাবনা খুবই কম। চিকিৎসায় একেবারেই সাড়া দিচ্ছে না। তবুও চেষ্টা করা হচ্ছে। উত্তরের মুখ্য বনপাল ভাস্কর জেভি বলেন, জখম হাতিটিকে তোলার জন্য আর্থ মুভার ব্যবহার করা হয়েছে। বনদফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, জঙ্গলের আধিপত্য বিস্তার করতে অথবা সঙ্গীনীর দখল পেতেই দুই দাঁতালের মধ্যে লড়াই বেধেছিল বলে মনে করা হচ্ছে। আর সেই লড়াইয়ের ভয়ঙ্কর ফল— হেরে গিয়ে দাঁতালটির কোমর ভাঙা।

প্রেমের টানে ঘর ছেড়ে ছাত্রী জানল ফেসবুক-প্রেমিক ভুয়ো!

প্রতিবেদন : ফেসবুকে আলাপ। প্রেমের টানে ঘর ছেড়েছিল দশম শ্রেণির ছাত্রী। ১৫ হাজার টাকা জোগাড় করে পালিয়ে যায় দিল্লিতে। তারপর? খোঁজই মিলল না প্রেমিকের। বাগডোগরার ঘটনা। পুলিশ ও একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের তৎপরতায় দিল্লি বিমানবন্দরে আটক করা হয়। আপাতত ওই নাবালিকা পুলিশের হেফাজতে রয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, স্পাইসজেটের টিকিট কেটে বৃহস্পতিবার বিকেলের উড়ানে বাগডোগরা থেকে দিল্লি রওনা দেয়। খবর পেয়ে পরিবারের তরফে বাগডোগরা বিমানবন্দরে এসে বিমানবন্দর ফাঁড়ির পুলিশকে জানায়। খবর পেয়ে ডুয়ার্স এক্সপ্রেস মেল নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও বিমানবন্দর ফাঁড়ির পুলিশ দিল্লি বিমানবন্দরে সিআইএসএফের সঙ্গে যোগাযোগ করে। দিল্লি বিমানবন্দরে ফ্লাইট থেকে নামার পরেই ওই নাবালিকাকে আটক করা হয়। বারবার ওই তরুণকে ফোন করেও পাওয়া যায়নি। ফোন বন্ধ রয়েছে। এই ঘটনায় উঠে আসছে একাধিক প্রশ্ন। ওই নাবালিকা কি কোনও নারী পাচারকারী চক্রের খপ্পরে পড়েছিল? ফেসবুকে ওই তরুণের অ্যাকাউন্ট কি ভুয়ো? আসল কারণ কী? তা নিয়ে শুরু হয়েছে তদন্ত। ওই নাবালিকাকে ফেরাতে ইতিমধ্যেই রওনা দিয়েছে পুলিশের একটি দল।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

স্বাধীনতা সংগ্রামী তিলকা মুর্মুর মূর্তি স্থাপিত হল অযোধ্যা পাহাড়ের তিলকা মোড়ে। বিধায়ক সুশান্ত মাহাতো রবিবার মূর্তিটির আবরণ উন্মোচন করেন

আমার বাংলা

12 February, 2024 • Monday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

গাড়িতে নয় সাইকেলে চেপে জনসংযোগ, পরামর্শ মানসের

■ মঞ্চে মানস ভুঁইয়া ও অন্যরা। উপরে, তৃণমূল মহিলা কর্মী-সমর্থকদের বিরাট জমায়েত।

সংবাদদাতা, তমলুক : চারচাকা গাড়িতে নয়। মোটরবাইক বা সাইকেল নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় নেতাদের জনসংযোগ করার পরামর্শ দিলেন মন্ত্রী মানসরঞ্জন ভুঁইয়া। রবিবার, তমলুকে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারি ফেডারেশনের ২য় সম্মেলনে। মানস বলেন, বর্তমানে নেতারা চারচাকা গাড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। প্রান্তিক এলাকার মানুষের সঙ্গে জনসংযোগ হচ্ছে না। তাই নেতাদের বলব, চারচাকা গাড়ি ছেড়ে, মোটরবাইক বা সাইকেল নিয়ে জনসংযোগ করুন। মানস আরও বলেন, জেলার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের প্রতিনিধিরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করলে বাংলায় বিরোধীরা যতই চেষ্টা করুক, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিছু করতে পারবে না। কেন্দ্রীয় বঞ্চনার পরেও বাংলার মানুষের পাশে যেভাবে মুখ্যমন্ত্রী রয়েছেন, তাতে মুখ্যমন্ত্রীর হাত শক্ত করতে আমাদের সবাইকে লড়াই করতে হবে। এছাড়াও মানস এদিন ভূমি দফতর থেকে শুরু করে বেশ কয়েকটি দফতরের কাজে নজরদারি বাড়ানোর নির্দেশ দেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখে, সরকারি কর্মীদের শেখার কথা বলেন। এ-ছাড়াও সরকারি কর্মীদের আরও সহানুভূতিশীল এবং কর্তব্যপরায়ণ হওয়ার কথা বলেন। সম্মেলনে ছিলেন, পশ্চিমবঙ্গ স্বরোজগার কর্পোরেশন লিমিটেডের চেয়ারম্যান তন্ময় ঘোষ, সংগঠনের রাজ্য আহ্বায়ক প্রতাপ নায়েক, বিধায়ক তিলককুমার চক্রবর্তী, জেলা পরিষদ সভাধিপতি উত্তম বারিক, হলদিয়া উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান জ্যোতিময় কর, পাঁশকুড়া পুর প্রশাসক নন্দকুমার মিশ্র, শ্যামল পট্টনায়ক প্রমুখ। সম্মেলনে সরকারি কর্মচারীদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

শ্রমজীবী মানুষ এই বাংলায় সুরক্ষিত, সিউড়িতে মলয়

কেন্দ্রের শ্রমকোড এ রাজ্যে চালু হবে না

■ মঞ্চে মলয় ঘটক, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। সিউড়িতে, রবিবার।

সংবাদদাতা, সিউড়ি : বীরভূমের সিউড়িতে তৃণমূল শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসির কর্মিসম্মেলনে এসে আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক বাম আমলে শ্রমিকদের দুর্দশার কথা তুলে ধরলেন। ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ও। মলয় বলেন, বাম আমলে শ্রমিকদের ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। ২০১১-য় তৃণমূল ক্ষমতায় আসার আগে, শ্রমিকদের ন্যূনতম ২২০০ টাকা মজুরি দেওয়া হত। ২২ বছরে এক টাকাও মাইনে বাড়েনি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার এক মাসের মধ্যেই ২২০০ থেকে বাড়িয়ে ৬২০০ টাকা করে দিয়েছেন। বর্তমানে তা ৯ হাজার ছাড়িয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার আইন করে শ্রমজীবী মানুষের অধিকার কেড়ে নিতে চাইছে। কেন শ্রমিকেরা ৮ ঘণ্টার বেশি কাজ করবেন? বিজেপি চাইছে ১২ ঘণ্টা কাজ করিয়ে নিতে। এমন আইন পাশ করেছে, শ্রমিকেরা প্রতিবাদ করতে গেলে কর্মচ্যুত করা হবে। এমন কিছু ঘটলেই শ্রম দফতর সেইসব শ্রমিকের পাশে দাঁড়াবে। কেন্দ্রীয় সরকার শ্রমকোড চালু করে শ্রমিকদের আইনি সহায়তা নেওয়ার দরজা বন্ধ করে দিচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রের এই বিমাতৃসুলভ সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। জানিয়েছেন, যতদিন পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল ক্ষমতায় থাকবে ততদিন বাংলায় শ্রমকোড চালু করতে দেওয়া হবে না। পশ্চিমবঙ্গে শ্রমিকদের স্বার্থ সুরক্ষিত, যা দেশের কোথাও নেই। সামাজিক সুরক্ষা যোজনাতে রাজ্য সরকার শ্রমিকের বার্ধক্যকালীন ভাতার ব্যবস্থা করেছে।

২০০ কেজি বোমার মশলা-সহ ধৃত এক

সংবাদদাতা, মুর্শিদাবাদ : ২০২ কেজি বোমা তৈরির মশলা-সহ একজন গ্রেফতার, বহরমপুরে। বহরমপুর থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বহরমপুর থানার অন্তর্গত গোয়ালজান এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে সনাতন দাস নামে এক ব্যক্তির বাড়ির গুদাম থেকে প্রায় ২০২ কেজি বিস্ফোরক মশলা উদ্ধার করা হয়। এর পরেই সনাতন দাসকে গ্রেফতার করা হয়। রবিবার বহরমপুর থানার পুলিশ ধৃত সনাতনকে বহরমপুর জেলা আদালতে তোলা হয়। তবে কী কারণে এত বিস্ফোরক বাড়িতে মজুত করেছিল, তার তদন্ত শুরু করেছে বহরমপুর থানার পুলিশ। ধৃতকে পুলিশ ১৪ দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানিয়ে কোর্টে পাঠানো হলে আদালতে আট দিনের পুলিশ হেফাজত মঞ্জুর করা হয়েছে।

মুর্শিদাবাদ থেকে বাংলাদেশের জলপথে সরাসরি বাণিজ্য

কমল মজুমদার ● জঙ্গিপুর

রাজ্য সরকারের লাগাতার চাপের জেরে ভারত-বাংলাদেশে জলপথ বাণিজ্য এবার আরও সুগম হতে চলেছে। সোমবার মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলা ব্লকের ময়া এলাকায় পদ্মানদীর ধারে নতুন নদীবন্দরের উদ্বোধন হবে। করবেন কেন্দ্রের জাহাজ এবং বন্দর দফতরের প্রতিমন্ত্রী। এটি চালু হয়ে গেলে পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিভিন্ন পণ্য নিয়ে মালবাহী জাহাজ সরাসরি বাংলাদেশের সুলতানগঞ্জের নদীবন্দরে পৌঁছে যাবে।

জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, জাতীয় জলপথ নম্বর ৫ এবং ৬-র মাধ্যমে সংযুক্ত হয়েছে ভারতের ময়া এবং বাংলাদেশের সুলতানগঞ্জ। মুর্শিদাবাদ জেলার বিস্তীর্ণ অংশের সঙ্গে বাংলাদেশের সীমান্ত থাকলেও এতদিন বাংলাদেশ থেকে ভারতে বা ভারত থেকে বাংলাদেশে মুর্শিদাবাদ দিয়ে সরাসরি বাণিজ্যের কোনও পথ ছিল না। বনগাঁ সীমান্ত বা মালদার মহদিপুর দিয়ে আমদানি-রফতানি হত। এই নদীবন্দর চালু হলে জেলার অর্থনীতি মজবুত হবে। খাদ্যদ্রব্য, পাথর

প্রভৃতি একাধিক পণ্য বাংলাদেশে পাঠানো হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে। বৈধ রাজস্ব দিয়ে ব্যবসার সুযোগ হওয়ায় সরকারের উপার্জনও বাড়বে। ময়াতে দুটি বেসরকারি কোম্পানি প্রায় ৬০ বিঘা জায়গার উপর পদ্মানদীর ধারে দুটি নদীবন্দর তৈরি করেছে। বন্দরে মালপত্র ওঠানো-নামানো এবং পরিবহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো তৈরির কাজ ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে। পাশাপাশি বন্দরে যাতে সহজেই মালপত্র নিয়ে যাওয়া যায়, তাই লালগোলায় রাস্তাঘাটেরও সংস্কার করা হয়েছে। অনুমান করা হচ্ছে, নদী বন্দর পুরোদমে কাজ শুরু করলে বছরে প্রায় ২.৬ মিলিয়ন টন মাল জলপথে মুর্শিদাবাদ থেকে সরাসরি বাংলাদেশে পৌঁছে যাবে।

চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রতারণা, ধৃত অভিযুক্ত

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : নিজেকে নেপালের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর পরিচয় দিয়ে দিনের পর দিন প্রতারণা চালিয়েছে। মন্ত্রী মলয় ঘটক, বীরভূমের তৃণমূল জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল প্রমুখের সঙ্গে ছবি দেখিয়ে প্রভাব বিস্তার করা ইত্যাদি গুচ্ছের অভিযোগে বিদ্যুৎ পোদ্দার নামে এক ব্যক্তিকে শনিবার রাতে কলকাতার রাজারহাটের নিউটাউন থেকে গ্রেফতার করল দুর্গাপুর থানার পুলিশ। রবিবার তাকে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে ছ-দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়। ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে কাজ করিয়ে টাকা না দেওয়ার অভিযোগও রয়েছে। মহিলা পুরুষদের চা প্যাকেজিংয়ের কাজে নিযুক্ত করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে দুর্গাপুরের বেশ কিছু পুরুষ ও মহিলাকে কাজে নিয়োগ করেছিল এই ব্যক্তি। প্রায় দেড় বছর কাজ করিয়ে বেতন দেয়নি, ৫৪ ফুট এলাকায় একটি অফিসও নিয়েছিল সে। ২০২১ সালে সেখানেই কর্মরতা স্বপ্না চাঁই নামে এক মহিলা অভিযোগ জানান এই ব্যক্তির বিরুদ্ধে। তারপরেই এই গ্রেফতারি। অভিযুক্ত বিদ্যুতের দাবি, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছিলাম, চক্রান্তের শিকার।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
12 February, 2024 • Monday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

পথশ্রীতে নতুন রাস্তা পাবেন এলাকাবাসী, শিলান্যাস মন্ত্রীর

রমাকান্তপুর

সংবাদদাতা, জঙ্গিপুর : সুতি ১ ব্লকের নুরপুর অঞ্চলের রমাকান্তপুর গ্রামে পথশ্রী প্রকল্পে তৈরি হবে রাস্তা। ফলে এলাকার মানু ষের দীর্ঘদিনের ভোগান্তি কমতে চলেছে। প্রায় ৬৭ লক্ষ টাকায় ১৩০০ মিটার রাস্তাটির শিলান্যাস হল রবিবার। রাস্তাটি তৈরি করেছে মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদ। শিলান্যাস করেন বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী আখরুজ্জামান। ছিলেন জেলা সভাধিপতি রুবিয়া সুলতানা, সুতি ১ বিডিও অরূপ সাহা, মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের সদস্য অশেষ ঘোষ, সুতি ১ ব্লক তৃণমূল সভাপতি সেরাজুল ইসলাম ও নুরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও অন্যান্য পদাধিকারীরা। শিলান্যাস করতে এসে মন্ত্রী বলেন, রাস্তার দশা ছিল খুব খারাপ। বর্ষায় কিছুটা রাস্তা জলে ডুবে যেত। দীর্ঘ ভোগান্তির অবসান করতেই রাজ্য সরকার পথশ্রী প্রকল্পে নতুন রাস্তা তৈরি করবে।

শিলান্যাস অনুষ্ঠানে মন্ত্রী আখরুজ্জামান প্রমুখ।

রানাঘাট হাসপাতালে জেলায় প্রথম হচ্ছে ট্রমা কেয়ার ইউনিট

প্রতিবেদন : সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষে রানাঘাট মহকুমা হাসপাতালে শুরু হতে চলেছে জেলার প্রথম ট্রমা কেয়ার ইউনিট। ফলে দুর্ঘটনায় জখম আশঙ্কাজনক রোগীদের আর জেলা থেকে কলকাতায় রেফার করতে হবে না। এই ইউনিটের জন্য সম্প্রতি স্বাস্থ্য দফতর ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করায় হাসপাতাল চত্বরের একটি অসম্পূর্ণ ভবনকে ট্রমা কেয়ার ইউনিটে পরিণত করার কাজ চলছে দ্রুতগতিতে। স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে খবর, প্রথম পর্যায়ে ভবন তৈরিতে ৮৮ লক্ষ টাকা ও বিদ্যুৎ সংযোগের কাজে ২২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে। এর পর পরিকাঠামো উন্নয়ন বাবদ আরও ২ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হবে। প্রথম ধাপে ৫ শয্যার ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট বা সিসিইউয়ের ব্যবস্থা হবে। থাকবে আরও ৫ শয্যার স্টেপ ডাউন ইউনিট। সিটি স্ক্যান পরিষেবাও চালু হওয়ার কথা। জেনারেলের পাশাপাশি নিউরো সার্জেন, কার্ডিওথোরাসিক সার্জেন, গাইনোকোলজিস্ট ও ইউরোলজিস্টরা থাকবেন। হাসপাতালের সুপার প্রহ্লাদ অধিকারী জানান, টাকা বরাদ্দ হওয়ামাত্র ভবন তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। হাসপাতালের ৫০ পূর্তি উপলক্ষে এ বছরই ইউনিটটি চালুর চেষ্টা করছি। নদিয়া জেলার শক্তিনগর কোনও সরকারি হাসপাতাল, এমনকী কল্যাণী মেডিক্যাল কলেজেও এখনও পর্যন্ত কোনও ট্রমা কেয়ার ইউনিট নেই। জেলায় প্রথম রানাঘাট মহকুমা হাসপাতালেই চালু হতে চলেছে এই ইউনিট। হাসপাতালের সার্জেন অরূপ মোহন্ত বলেন, কোনও দুর্ঘটনার পর ৯০ মিনিট সময়কে চিকিৎসার ক্ষেত্রে গোল্ডেন আওয়ার হিসেবে গণ্য হয়। এই সময়ের জন্যই ট্রমা কেয়ার ইউনিট সবথেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এতদিন এই ইউনিট না থাকার জেলার এই ধরনের রোগীদের কলকাতায় রেফার করতে হত। তাতে প্রাণহানির ঝুঁকি বাড়ত। এবার থেকে এখানেই বিপন্মুক্ত হতে পারবেন জেলার জখম আশঙ্কাজনক রোগীরা।

দ্রুতগতিতে সাজছে মহকুমা হাসপাতালের ট্রমা ইউনিট।

ডাম্পারের ধাক্কা যুবকের মৃত্যু

সংবাদদাতা, রামপুরহাট : ডাম্পারের ধাক্কায় এক যুবকের মৃত্যুর ঘটনায় উত্তেজনা ছড়ায় ময়ূরেশ্বর থানার উচপুর গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে খবর, শনিবার রাতে উচপুর গ্রামের রাস্তা দিয়ে মোটর সাইকেলে বাড়ি ফিরছিলেন দাদপুর গ্রামের প্রতীক বাগদি। সেই সময় একটি ডাম্পার তাঁকে ধাক্কা দিয়ে পালায়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় প্রতীকের। খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে ময়ূরেশ্বর থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করতে গেলে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর করে জনতা। তাঁদের অভিযোগ, এলাকার রাস্তা দিয়ে বেপরোয়াভাবে ওভারলোড বালিবোঝাই গাড়ি যাতায়াত করে। যান নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা না থাকায় প্রায়শই দুর্ঘটনা ঘটে পরে পুলিশের হস্তক্ষেপেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

দলছুট দাঁতালের তাণ্ডবে ভাঙল বাড়ি-আসবাব, সাফ চাল-আটা

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : আবারও খাবারের সন্ধানে গ্রামে ঢুকে তাণ্ডব চালিয়ে মাটির বাড়ির দেওয়াল ভেঙে চাল, আটা খাওয়ার পাশাপাশি বাড়ির আসবাবপত্র ভাঙচুর করল দলছুট একটি হাতি। শনিবারের এই ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন সাঁকরাইল ব্লকের সোনাখুলি এলাকার মানুষজন।

ঝাড়গ্রাম

ভোরে লোধাশুলির দিক থেকে সোনাখুলির লোকালয়ে ঢুকে পড়ে হাতিটি। খাবারের খোঁজে একটি মাটির বাড়ির দেওয়াল, দরজা ভেঙে চাল-আটা খেয়ে ঘরের আসবাবপত্র ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয় হাতিটি। পরে স্থানীয় মানুষজন তাড়া করলে হাতিটি গ্রামের পাশের জঙ্গলে চলে যায়। স্থানীয় মানুষের অভিযোগ, হাতির তাণ্ডব লেগেই আছে সাঁকরাইল ব্লকের বিভিন্ন গ্রামে। সন্ধ্যা হলেই খাবারের জন্য গ্রাম সংলগ্ন এলাকায় এসে সবজি খেতের ফসল, সদ্য রোপণ করা চারা ধান পায়ে মাড়িয়ে নষ্ট করছে হাতির দল। গত ১০-১২ দিন চলছে হাতির তাণ্ডব। বনদফতরের দাবি, হাতির হানায় যে সমস্ত মানুষের বাড়িঘর বা ফসলের ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে তাঁদের প্রত্যেককে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। পাশাপাশি বনকর্মীরা নিয়মিত হাতির বিষয়ে এলাকায় সতর্কতামূলক প্রচারও চালিয়ে যাচ্ছেন।

পরিবারের পাশে বিধায়ক

সংবাদদাতা, রামপুরহাট : বনহাট অঞ্চলের ১৫ জন কৃষিজীবী মানুষ কৃষিকাজে যাওয়ার পথে গত মঙ্গলবার মুনসুবা মোড়ে পথদুর্ঘটনার কবলে পড়ে আহত ও নিহত হন। রবিবার তাঁদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করে পাশে থাকার ও সবরকম সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিলেন রাজ্য বিধানসভার উপাধ্যক্ষ, স্থানীয় বিধায়ক আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়।

মহিলা তৃণমূলের ট্যাবলো

সংবাদদাতা, নদিয়া : রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা বাড়িয়ে মহিলাদের সম্মানিত করেছেন। এই কারণে কৃষ্ণনগরে মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস করল পদযাত্রা। রবিবার কৃষ্ণনগর পোস্ট অফিস থেকে সদর হাসপাতাল মোড় পর্যন্ত বিভিন্ন ট্যাবলো সহযোগে পদযাত্রা হয়। ছিলেন মহিলা তৃণমূল নেত্রী মল্লিকা চট্টোপাধ্যায়, পুরপ্রধান রীতা দাস, উপপ্রধান নরেশ দাস প্রমুখ দলীয় নেতৃত্ব।

যুব বিজ্ঞানমেলায় প্রথম হয়ে জাতীয় স্তরে মাড়গ্রাম স্কুলের দুই ছাত্রী

সংবাদদাতা, রামপুরহাট : মাধ্যমিক স্তরে ২০২৩-২৪ বর্ষের যুব বিজ্ঞানমেলায় অংশ নিয়ে প্রতিযোগিতায় প্রথম হল বীরভূমের মাড়গ্রাম উচ্চবিদ্যালয়। নবম শ্রেণির আফসানা খাতুন ও দশম শ্রেণির আজিজা খাতুন সেরা হয়ে স্কুল টিমের হয়ে এই পুরস্কার জিতে নেয়। কৃষক পরিবার থেকে উঠে আসা এই দুই ছাত্রীর বাড়ি মাড়গ্রামেই। সেকেন্ডারি বিভাগে জেলার প্রথম হিসেবে ৮-৯ ফেব্রুয়ারি যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে অংশ নেয় এরা। মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস উদ্বোধন করেন। ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। ফলাফলে মাধ্যমিক স্তরে মাড়গ্রাম উচ্চবিদ্যালয় প্রথম নির্বাচিত হয়ে জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতার জন্য বিবেচিত হয়েছে। তাদের তৈরি মডেল অগানিক ডায়াপার এবং এবসরবেন্ট পাউচ তৈরিতে সাহায্য করেন গাইড শিক্ষক সৈয়দ ইমতিয়াজ আহমেদ। তিনি বলেন, 'সাধারণত পাউচে ব্যবহৃত সিলিকা জেলের সঙ্গে অনেক ক্ষতিকর কালার ইন্ডিকেটর ব্যবহার হয়। যা ক্যান্সার সৃষ্টিকারী। সিলিকা জেল ফেলে দিলেও মাটির সঙ্গে মেশে না। সেই সব পাউচ কুকুর, ছাগল এবং অনেক সময় বাচ্চারাও মুখে দেয়। এর ফলে বিভিন্ন সমস্যা, এমনকী মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। বিকল্প হিসেবে মুড়ির গুঁড়ো ব্যবহার করে ওরা পাউচ বানিয়েছে। যার বিক্রয়মূল্য মাত্র পঞ্চাশ পয়সা দাঁড়ায়। এতে যাতে পোকা বা ছত্রাক না লাগে সেজন্য ফেলে দেওয়া কমলালেবুর খোসা, লেবুর পাতা ও কালমেঘের পাতা গুঁড়ো বিভিন্ন অনুপাতে মিশিয়েছে। বাচ্চাদের ডায়াপার প্যান্টের ক্ষেত্রেও পরিবেশ বান্ধব করার বিকল্প মডেল বানিয়েছে। বর্তমানে বাচ্চাদের ডায়পার প্যান্টে সিলিকা জেলের মতো রাসায়নিক পদার্থ সোডিয়াম সিলিকেট থাকে প্রস্রাব শোষণের জন্য। ওখানেও সোডিয়াম সিলিকেটের পরিবর্তে মুড়ির গুঁড়ো ব্যবহার করা হয়েছে। কাপড় দিয়ে ডায়পার প্যান্ট মডেল হিসেবে দেখানো হয়েছে। এমনিতে একটি ডায়াপার প্যান্ট একবারই ব্যবহার করা যায়। কিন্তু এই মডেল ডায়াপারের একটি ছোট অংশ পরিবর্তন করে বারবার ব্যবহার করা যাবে। কাপড়ের হওয়ায় প্লাস্টিক দূষণ আটকাবে। মডেল প্যান্টের দাম পড়বে সাড়ে সাত টাকা। দ্বিতীয়বার ব্যবহারের ক্ষেত্রে দেড় টাকার এবসরবেন্ট ব্যবহার করতে হবে। অর্থাৎ খরচও কমে যাবে।' প্রধানশিক্ষক মহম্মদ মানাউর আলম জানান, 'দুই কৃতী ছাত্রী স্কুলের মুখ উজ্জ্বল করে অনন্য সম্মান এনে দিয়েছে। আগেও আমাদের স্কুলের ছাত্ররা বিজ্ঞান ও গবেষণামূলক কাজে ভাল ফল করেছে। যুব বিজ্ঞানমেলার উচ্চমাধ্যমিক বিভাগেও এবছর নাসরিন নাহার ও আফরোজা খাতুন যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান দখল করে। যেহেতু একমাত্র প্রথম স্থানাধিকারী দল রাজ্য স্তরে অংশ নিতে পারে তাই তারা জাতীয় স্তরে যেতে পারেনি। তবে প্রথম স্থানাধিকারী হিসেবে আফসানা ও আজিজা এবার জাতীয় প্রতিযোগিতায় স্কুলের প্রতিনিধিত্ব করবে।

বহুবার ব্যবহারযোগ্য ছোটদের ডায়াপার পরিবেশবান্ধব এবসরবেন্ট পাউচের মডেল বানিয়ে সেরা আফসানা, আজিজা

বিজ্ঞানমেলায় মাধ্যমিক স্তরে সেরা আফসানা, আজিজা।

প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র শাহনওয়াজ হুসেন বলেছেন, হিন্দু কোনও ধর্ম নয়। তা জীবনের চলার পথ। তাঁর মতে, ভারতের মুসলিমরা তিনটি ভুল করেছিল। খিলাফত আন্দোলনকে সমর্থন, দেশভাগের সময় পাকিস্তানকে সমর্থন এবং অযোধ্যা নিয়ে ভুল অবস্থান গ্রহণ

ছানি অস্ত্রোপচার নিয়ে ছেলেখেলা

মোদিরাজ্যে দৃষ্টিহীন হয়ে গেলেন রোগীরা

প্রতিবেদন : ডবল ইঞ্জিন সরকারের রাজ্যে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার নমুনা। চোখের চিকিৎসা করাতে গিয়ে দৃষ্টিহীন হয়ে গেলেন রোগীরা! ছানি অপারেশন করাতে গিয়ে দৃষ্টিহীন হয়ে যাওয়ার মতো মারাত্মক অভিযোগ উঠল মোদিরাজ্য গুজরাতে। মাত্র এক মাসের মধ্যে দ্বিতীয়বার এই ঘটনা ঘটল বিজেপি রাজ্যটিতে। সর্বশেষ চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে গুজরাতের পাটান জেলার হাসপাতালে। স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতি নিয়ে মিথ্যে বুলি আওড়ানো মোদি-শাহদের নিজের রাজ্যে এত বড় অভিযোগ ওঠায় অস্বস্তিতে বিজেপি নেতৃত্ব। ঠিক কী ঘটেছে গুজরাতে? অভিযোগকারীরা বলছেন, ক্যাটারাক্ট সাজারি করার পর কেউ একদমই চোখে দেখতে পাচ্ছেন না, কেউ আবার আংশিক দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন। প্রায় সাতজন পুরোপুরি দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন বলে অভিযোগ। অর্থাৎ চোখ বাঁচাতে গিয়ে চোখ হারাতে হয়েছে রোগীদের। সংক্রমণজনিত কারণেই এরকম সমস্যা হয়েছে বলে দায়সারা সাফাই দিয়েছে হাসপাতাল। এর আগে জানুয়ারি মাসেও গুজরাতের আমেদাবাদের মণ্ডল গ্রামে ছানি অপারেশন করতে গিয়ে ১৭ জন বয়স্ক ব্যক্তি দৃষ্টিশক্তি হারান বলে অভিযোগ। হইচই শুরু হতে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন গুজরাতের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হৃষিকেশ প্যাটেল। সে রাজ্যের সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসকরাও নমুনা সংগ্রহ করেছেন বলে খবর। কিন্তু সাধারণ মানুষ বলছেন, স্বাস্থ্য পরিষেবার নামে ছেলেখেলা করছে বিজেপি সরকার। গুজরাতের এই ঘটনায় নড়েচড়ে বসেছেন দিল্লির পদ্ম শিবিরের নেতৃত্বও। লোকসভা ভোটের আগে এই ঘটনায় বিড়ম্বনা বেড়েছে তাঁদের।

ভোটপ্রচারে পড়ুয়াদের ব্ল্যাকমেলিং শেখাচ্ছেন নির্লজ্জ এনডিএ বিধায়ক!

প্রতিবেদন : ভোট পেতে এবার শিশুদের বলির পাঁঠা বানাচ্ছেন এনডিএ বিধায়ক। মহারাষ্ট্রের শাসক দলের এক বিধায়কের এমন কীর্তি দেখে হতবাক সকলে। সর্বস্তরে নিন্দার ঝড় উঠেছে। ভোট পাওয়ার জন্য শাসক দল কতদূর মরিয়া এমন ঘটনায় তা বেআব্রু হয়ে গিয়েছে।

কিছুদিন আগে জাতীয় নির্বাচন কমিশন স্পষ্টভাবে নির্দেশ জারি করেছিল যে শিশুদের ভোট- রাজনীতিতে ব্যবহার করা যাবে না। ভোট প্রচারে কোনওভাবেই নাবালকদের যুক্ত করা যাবে না। এমনকী, বাবা-মায়ের কোলে চড়েও শিশুরা সভা-মিছিলে যেতে পারবে না। মহারাষ্ট্রের শিবসেনা (শিন্ডে) বিধায়ক সন্তোষ বাঙ্গার কমিশনের নির্দেশকেই যে কুৎসিতভাবে লঙ্ঘন করলেন তাই নয়, ভোট-রাজনীতির স্বার্থে চরম অনৈতিক আচরণ করতে দেখা গেল তাঁকে। ওই বিধায়ক নিজের কেন্দ্রের একটি স্কুলে গিয়ে প্রাথমিকের পড়ুয়াদের তাঁর হয়ে প্রচারে বাবা-মাকে ব্ল্যাকমেল করার উপদেশ দেন। সেই সংক্রান্ত ভিডিও ভাইরাল হতেই নিন্দার ঝড় উঠেছে সব মহলে।

বিধায়ক সন্তোষ বাঙ্গার সম্প্রতি তাঁর এলাকার একটি স্কুল পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। সেখানে পড়ুয়াদের উদ্দেশে ওই বিধায়ক

মহারাষ্ট্রের ঘটনায় নিন্দার ঝড়

বলেন, তাদের বাবা-মা যদি তাঁকে ভোট না দিতে চান তাহলে তারা যেন খাওয়াদাওয়া বন্ধ করে দেয়। নিজের ভোট নিশ্চিত করতে শিশুদের বাবা-মাকে কীভাবে মানসিকভাবে চাপ দিতে হবে সেই কৌশল শিশুদের বোঝাচ্ছেন বিধায়ক। বেনজির এই কাণ্ড সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে বিধায়ক বলছেন, যদি পরের বার নির্বাচনে তোমাদের বাবা-মা আমায় ভোট না দেন, তা হলে তোমরা দু'দিন খাবে না। এই কথা শুনে শিশুরাও মাথা নাড়ে। তার পর তিনি পড়ুয়াদের 'ছড়া' কেটে বলতে শেখান, ''সন্তোষ বাঙ্গারকে ভোট দাও, তবেই আমরা খাব খাবার।'' সেই সময় সেখানে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন স্কুলের শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীরা।

এর আগেও বিতর্কিত মন্তব্য করে খবরে এসেছেন বাঙ্গার। প্রকাশ্যে সমাবেশে অস্ত্র নিয়ে ঘুরে বেড়ানোয় তাঁর বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের হয়। গত সপ্তাহেই নির্বাচন কমিশন একটি নির্দেশিকা জারি করে জানায়, নির্বাচনী কোনও বিষয়ে নাবালকদের যুক্ত করা যাবে না। এরপরে ওই ভিডিও প্রকাশ্যে আসতেই সমালোচনার ঝড় উঠেছে। তীব্র সমালোচনা করেছেন মহারাষ্ট্রের বিরোধী কংগ্রেস, উদ্ধব ঠাকরে ও শারদ পাওয়ার নেতারা। তাঁদের অভিযোগ, বাঙ্গার যা বলেছেন, তাতে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকার অবমাননা হয়েছে। ওই বিধায়কের বিরুদ্ধে অবিলম্বে কড়া পদক্ষেপ করা উচিত কমিশনের।

আজ বিহারে আস্থা ভোট, চ্যালেঞ্জের সুর দুই শিবিরেই

প্রতিবেদন : ফের ডিগবাজি খেয়ে বিজেপির হাত ধরে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিয়েছেন 'পাল্টিবাজ' নীতীশ কুমার। সরকার ধরে রাখতে সোমবার বিহার বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করতে হবে বিজেপি-জেডিইউ জোটকে। তবে সময় যত গড়াচ্ছে ততই জলঘোলা হচ্ছে পরিস্থিতি। গেরুয়া শিবিরের হাত ধরে মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিলেও নীতীশ 'অ্যাসিড টেস্টে' পাশ করেন কি না সেদিকে নজর থাকবে। এদিকে সোমবারই বিহার বিধানসভায় বাজেট অধিবেশন। আর সেই অধিবেশনের প্রথম দিনেই আস্থা ভোটের মুখে পড়তে হচ্ছে নীতীশকে। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, বিহারের কুর্সি নিজের দখলে রাখতে গেলে বিহারের সদ্য প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদবের চ্যালেঞ্জ কড়া হাতে মোকাবিলা করতে হবে তাঁকে। তেজস্বী যে বিনা লড়াইয়ে এক ইঞ্চি জমি ছেড়ে দেবেন না তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন। ঘোড়া কেনাবেচার আশঙ্কায় প্রতিটি রাজনৈতিক দল তাঁদের বিধায়কদের একেবারে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। লালুপুত্র তেজস্বী বারবার জানিয়েছেন, খেলা এখনও অনেক বাকি, দেখতে থাকুন কী হতে চলেছে! আরজেডির একাধিক বিধায়ককে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না বলে শনিবারই অভিযোগ জানিয়েছিলেন তেজস্বী। তারপর এক মুহূর্তও সময় নষ্ট না করে শনিবার রাতেই আরজেডি এবং বাম দলগুলির সমস্ত বিধায়ককে নিজের বাসভবনে এনে রেখেছেন তিনি। বিধায়কদের স্বাচ্ছন্দ্য এবং

সুবিধার দিকে নজর দেওয়া হয়েছে। তেজস্বীর বাসভবনের বাইরে জোরদার করা হয়েছে নিরাপত্তা। কোনও বিধায়ককেই উপযুক্ত কারণ না দেখিয়ে বাইরে বেরতে দেওয়া হচ্ছে না বলে খবর। সোমবার সকাল পর্যন্ত সমস্ত বিধায়করা সেখানেই থাকবেন এবং সেখান থেকেই তাঁরা সোজা বিধানসভা অধিবেশনে অংশ নেবেন। এছাড়া রবিবারই পাটনায় ফিরছেন কংগ্রেস বিধায়করা। তাঁরাও উঠেছেন তেজস্বীর বাসভবনে।

তবে সম্মানরক্ষার লড়াই উতরে যেতে মরিয়া মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারও। রবিবার বিকেলেই জেডিইউ বিধায়ক ও বিধান পরিষদের সদস্যদের সঙ্গে একপ্রস্থ বৈঠক সারেন নীতীশ। পাশাপাশি বিধায়কদের উপর হুইপও জারি করেছে জেডিইউ। দলীয় নেতৃত্বের স্পষ্ট নির্দেশ, আস্থা ভোটের সময় কোনও বিধায়ক অনুপস্থিত থাকলে তাঁর বিধায়কের সদস্যপদ বাতিল করার ব্যবস্থা করা হবে।

২৪৩ আসনের বিহার বিধানসভায় ১২৮ বিধায়কের সমর্থন রয়েছে নীতীশ কুমারের। এর মধ্যে রয়েছে বিজেপির ৭৮ বিধায়ক, জেডিইউ-এর ৪৫ বিধায়ক, ৪ হিন্দুস্তানি আওয়াম মোর্চা এবং একজন স্বতন্ত্র বিধায়ক। অন্যদিকে মহাজোটের দখলে রয়েছে ১১৪ বিধায়ক। যার মধ্যে আরজেডির রয়েছে ৭৯, কংগ্রেসের ১৯ এবং বাম দলগুলির ১৬ বিধায়ক। প্রয়োজনে এআইএমআইএম বিধায়কও বিরোধী শিবিরের সঙ্গে যেতে পারেন বলে খবর।

দলবিরোধী কথা, কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত প্রমোদ কৃষ্ণণ

প্রতিবেদন : রামমন্দির ইস্যুতে বিজেপির বিরুদ্ধে নির্বাচনী রাজনীতি করার অভিযোগ তুলে একদিকে যখন বিরোধী দলগুলি নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করছে, সেই সময় বারবার বিজেপি ও রামমন্দিরের সপক্ষে বক্তব্য পেশ করে গিয়েছিলেন উত্তরপ্রদেশের কংগ্রেস নেতা প্রমোদ কৃষ্ণণ। রামমন্দির ইস্যুতে দলবিরোধী অবস্থানের কারণে এবার তাঁকে ছয় বছরের জন্য দল থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নিল কংগ্রেস হাইকম্যান্ড। আর এই সিদ্ধান্তের পরদিনই বিতর্কিত কৃষ্ণণের মন্তব্য, তিনি নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে রয়েছেন। উত্তরপ্রদেশের কংগ্রেস নেতা আচার্য প্রমোদ কৃষ্ণণ একাধিকবার উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে লোকসভায় কংগ্রেসের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। কিন্তু কোনওবার জিততে পারেননি। ২০১৯ সালেও লখনউ থেকে পরাজিত হন তিনি। তবে সম্প্রতি প্রকাশ্যে দলবিরোধী বক্তব্য পেশ করে প্রচারের আলোয় এসেছিলেন এই বিতর্কিত নেতা। রামমন্দিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সোনিয়া গান্ধী, মল্লিকার্জুন খাড়গে, রাহুল গান্ধীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। বিজেপি বিরোধী অবস্থান থেকে তাঁরা সেই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন। সেই সময় কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের প্রকাশ্য বিরোধিতা করেন কৃষ্ণণ। এরপর কংগ্রেস হাইকম্যান্ডের তরফে উত্তরপ্রদেশ কংগ্রেসের সুপারিশ মেনে ছয় বছরের জন্য বহিষ্কার করা হয় তাঁকে। কংগ্রেস মহাসচিব কে সি বেণুগোপাল প্রকাশিত একটি বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় অনুশাসনহীনতা ও দলবিরোধী বক্তব্য পেশের জন্য তাঁকে বহিষ্কার করা হল।

হৃদরোগে মৃত্যু হলেও কোভিড পজিটিভ রোগীকে আর্থিক ক্ষতিপূরণের নির্দেশ

প্রতিবেদন : কোভিডে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলেও শেষরক্ষা হয়নি। কয়েকদিনের মধ্যেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় ওই ব্যক্তির। কিন্তু কোভিডে মৃত্যু হলেও তাঁর পরিবার কোনও ক্ষতিপূরণ পায়নি বলে অভিযোগ। কারণ

দিল্লি হাইকোর্ট

হাসপাতালের অভিযোগ, কোভিড নয়, হৃদরোগেই আক্রান্ত ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ। আর সে-কারণেই কোনওরকম আর্থিক সহায়তা পাবে না ওই পরিবার। এরপরই মৃতের পরিবার মামলা করে আদালতে। আর সেই মামলায় দিল্লি হাইকোর্ট সাফ জানিয়ে দিয়েছে, মৃতের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে সরকারকে দিতে হবে ৫০ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা।

এদিকে দিল্লির কেজরিওয়াল সরকার মামলার শুনানিতে হাইকোর্টে জানায়, ওই ব্যক্তি কোভিড নয়, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছেন। মারা যাওয়ার একমাস আগে তাঁর আরটি-পিসিআর টেস্ট পজিটিভ আসে। সে-কারণেই ওই ব্যক্তির পরিবার 'মুখ্যমন্ত্রী কোভিড-১৯ পরিবার আর্থিক সহায়তা যোজনায়' ক্ষতিপূরণ পাবেন না। কিন্তু আপ সরকারের সেই যুক্তি না মেনে হাইকোর্ট পাল্টা ওই ব্যক্তির হাসপাতালের 'ডেথ সামারি' খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেয়। আর তারপরই আসল তথ্য সামনে আসে আদালতের। হাসপাতালের ডেথ সামারির তথ্য তুলে ধরে আদালত জানায়, ওই ব্যক্তি কোভিডে আক্রান্ত হয়েই হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। ২০২১ সালের ১৯ জুন মারা যাওয়ার মুহূর্ত পর্যন্ত হাসপাতালেই ভর্তি ছিলেন তিনি। পাশাপাশি কোভিড-পরবর্তী সমস্যাতেও ভুগছিলেন দিল্লির বাসিন্দা ওই ব্যক্তি। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তাঁর শারীরিক অবস্থার কোনও উন্নতি হয়নি। এরপর মৃত্যু হয়। মামলার শুনানি চলাকালীন সেই প্রসঙ্গ তুলে ধরেই বিচারপতি সুব্রহ্মণ্যম প্রসাদ সাফ জানান, শুধুমাত্র হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হওয়া মানে এটা নয় যে কোভিডের কারণে তাঁর শরীরে সমস্যা হয়নি বা কোভিড সমস্যা তাঁকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে সাহায্য করেনি। আর সে-কারণেই মৃতের পরিবারকে আর্থিক সাহায্যের নির্দেশ হাইকোর্টের।

দেশ বিদেশ

12 February, 2024 • Monday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বিজেপির গলার কাঁটা এখন দক্ষিণ ভারত। উত্তরে যতই রাম-হাওয়া থাকুক, গোটা দাক্ষিণাত্যে ক্ষমতায় রয়েছে অবিজেপি দলগুলি। লোকসভা ভোটের আগে তাই দক্ষিণে নজর দিতে তামিলনাড়ু এবং কর্নাটক সফরে গেলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ও বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা

জেলবন্দি ইমরানকে রুখতে তৎপর নওয়াজ, ঘুঁটি সাজাচ্ছে সেনাও

পুনর্নির্বাচন ঘোষণা হতেই অগ্নিগর্ভ পাকিস্তান

প্রতিবেদন : ত্রিশঙ্কু পরিস্থিতিতে পাকিস্তানে সরকার গড়তে নানা শিবিরের তৎপরতা তুঙ্গে। আসন সংখ্যার বিচারে জেলবন্দি প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের সমর্থক নির্দল প্রার্থীরা এগিয়ে থাকলেও পিটিআইকে রুখতে সক্রিয় হয়েছেন নওয়াজ শরিফ। ইমরান জমানায় জেলে যাওয়ার ভয়ে লন্ডনে পালিয়ে যাওয়া নওয়াজ এখন বদলা নিতে চান। যে কোনও মূল্যে সরকার গড়তে একদা চরম শত্রু প্রয়াত বেনজির ভুট্টোর দলই তাঁর ভরসা এখন। আর সুস্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীও তৎপর হয়ে উঠেছে। ইমরানকে ঠেকাতে নওয়াজ-বিলাওয়াল জোট সরকার নাকি পাকিস্তানে ফের সেনা-শাসন তা স্পষ্ট হয়ে যাবে কিছুদিনের মধ্যেই। ইতিমধ্যেই সেনাপ্রধান জেনারেল মুনির স্থিতিশীল সরকার গড়ার ডাক দিয়ে জল্পনা উসকে দিয়েছেন।

সময় যত গড়াচ্ছে ততই ঘোলাটে হচ্ছে পাকিস্তানের নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতি। বৃহস্পতিবার পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনের পর ৩ দিন কেটে গেলেও সম্পূর্ণ নির্বাচনী ফলাফল প্রকাশ করা হয়নি। আর সে-

কারণেই শনিবার রাত থেকে ধীরে ধীরে অশান্ত হতে থাকে পরিস্থিতি। রবিবার রাতে গণনা শেষ হলেও এককভাবে কোনও দলই সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। এদিকে নির্বাচন কমিশনের তরফে ৪০ আসনের একাধিক বুথে পুনর্নির্বাচনের ঘোষণা করার পরই রবিবার সকাল থেকে পাকিস্তান জুড়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের দল পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফের কর্মী-সমর্থকরা। জেলবন্দি ইমরান খানের দাবি, তিনিই সরকার গঠন করবেন।

শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, এখনও পর্যন্ত পাকিস্তানের ২৬৫ আসনের মধ্যে ২৫০টিরও বেশি আসনে ফল ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। বাকি ছিল ১০ আসনের গণনার কাজ রবিবার রাতে শেষ হয়েছে বলে খবর। এদিকে আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের ৪০ টি আসনে পুনর্নির্বাচনের ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। ফলপ্রকাশে এমন টালবাহানা দেখে বিরোধীদের অভিযোগ, পাকিস্তানের নির্বাচনে ব্যাপক রিগিং ও কারচুপি হয়েছে। এখনও পর্যন্ত যে ফলাফল সামনে এসেছে তাতে পরিষ্কারভাবে বোঝা যাচ্ছে ৯৩টিরও বেশি আসনে জয়ী পিটিআই সমর্থিত নির্দল প্রার্থীরা। বেসরকারিভাবে দাবি, সংখ্যাটা শতাধিক। অন্যদিকে, নওয়াজ শরিফের দল পিএমএল-এন ৭৩টি আসনে জয়ী হয়েছে। এছাড়া বিলাওয়াল ভুট্টোর দল ৫৪টি আসনে জয়লাভ করেছে। অন্যান্যরা পেয়েছে ৩৩টি আসন। পিটিআই, পিপিপি ও পিএমএল-এন সকলেই আলাদা আলাদাভাবে বিভিন্ন আদালতে রিগিংয়ের অভিযোগে মামলা দায়ের করেছেন। তবে সময় যত গড়াচ্ছে পাকিস্তানেও প্রকট হচ্ছে ঘোড়া কেনাবেচার খেলা। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, পাকিস্তানের রাজনীতিতে আগামী কয়েকদিন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। এই সময়ের মধ্যেই পাকিস্তানে কে সরকার গড়বে, তা-ও নিশ্চিত হয়ে যাবে। ইমরানের দলকে রুখতে নওয়াজ শরিফের সঙ্গে বিলাওয়াল ভুট্টোর দল পিপিপি হাত মেলাতে চলেছে বলে আগেই ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল। তাঁর নেতৃত্বাধীন জোটই পাকিস্তানে সরকার গঠন করবে বলে ফের দাবি করেছেন নওয়াজ শরিফ।

দেশে এই প্রথম ১৩টি আঞ্চলিক ভাষায় কনস্টেবল নিয়োগ পরীক্ষা

প্রতিবেদন : এবার বাংলা ভাষাতেও দেওয়া যাবে কেন্দ্রীয় কনস্টেবল নিয়োগ পরীক্ষা। সারা দেশে এই প্রথমবার ১৩টি আঞ্চলিক ভাষায় হবে এই পরীক্ষা। কনস্টেবল নিয়োগের পরীক্ষার মাধ্যমে কেন্দ্রের সিআরপিএফ, বিএসএফ এবং সিআইএসএফে নিয়োগ করা হবে। যাঁরা হিন্দি বা ইংরেজিতে পারদর্শী নন, তাঁদের সুবিধার্থেই মূলত এই উদ্যোগ। প্রার্থীরা হিন্দি বা ইংরেজি ছাড়াও ১৩টি অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষায় এই পরীক্ষা দিতে পারবেন ।

কেন্দ্রের কনস্টেবল (জিডি) পরীক্ষাটি এবছর ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে ৭ মার্চ অনুষ্ঠিত হবে। দেশব্যাপী ১২৮টি কেন্দ্রে প্রায় ৪৮ লক্ষ প্রার্থী এই পরীক্ষায় অংশ নেবেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক এক বিবৃতিতে আঞ্চলিক ভাষায় পরীক্ষা নেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে। বলা হয়েছে, সিআরপিএফ, বিএসএফ ও সিআইএসএফে নিয়োগের জন্য হিন্দি এবং ইংরেজি ছাড়াও ১৩টি আঞ্চলিক ভাষায় কনস্টেবল (জিডি) পরীক্ষা নেওয়া হবে। পরীক্ষায় বিভিন্ন রাজ্যের যুবকদের অংশগ্রহণ বাড়ানো এবং পরীক্ষা প্রক্রিয়াটিকে আরও সহজতর করতে এই নয়া সিদ্ধান্ত। পরীক্ষা গ্রহণকারী ১৩টি আঞ্চলিক ভাষার মধ্যে রয়েছে অসমিয়া, বাংলা, গুজরাতি, মারাঠি, মালয়ালম, কন্নড়, তামিল, তেলুগু, ওড়িয়া, উর্দু, পাঞ্জাবি, মণিপুরি এবং কোঙ্কনি। স্টাফ সিলেকশন কমিশন (এসএসসি) দ্বারা অনুষ্ঠিত হবে এই পরীক্ষা।

বিরোধীদের চাপে পদত্যাগ হাঙ্গেরির মহিলা প্রেসিডেন্টের

প্রতিবেদন : বিরোধীদের প্রবল চাপের মুখে পদত্যাগের ঘোষণা প্রেসিডেন্টের। যৌন নিগ্রহের ঘটনায় অভিযুক্তকে ক্ষমা করে দেওয়ায় প্রবল চাপের মুখে পড়ে পদত্যাগ করলেন হাঙ্গেরির প্রথম মহিলা প্রেসিডেন্ট ক্যাটালিন নোভাক। রবিবার টেলিভিশনে তিনি তাঁর পদত্যাগের কথা জানান।

প্রধানমন্ত্রী ভিক্টর অরবানের ঘনিষ্ঠ প্রেসিডেন্ট ক্যাটালিন নোভাকের পদত্যাগের দাবিতে বেশ কিছুদিন ধরেই সরব হয়েছিল হাঙ্গেরির বিরোধী দল। গত শুক্রবার প্রেসিডেন্টের বাসভবনের বাইরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে বিরোধীরা। শেষপর্যন্ত রবিবার রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে ভাষণ দিয়ে নিজের পদত্যাগের কথা জানান নোভাক। এই প্রসঙ্গে তিনি জানান, প্রেসিডেন্ট হিসাবে এটাই আমার শেষ দিন। আমি আমার পদ থেকে সরে দাঁড়াচ্ছি। পদত্যাগের ঘোষণার পাশাপাশি নিজের ভুল স্বীকার করে নোভাক জানান, যৌন নিগ্রহের ঘটনায় অভিযুক্তকে ক্ষমা করে দিয়ে আমি ভুল করেছি। আমার পদক্ষেপে যাঁরা কষ্ট পেয়েছেন তাঁদের কাছে

ক্ষমাপ্রার্থী। শিশু ও তাদের পরিবারের সুরক্ষায় আমি তাদের পাশে ছিলাম, ভবিষ্যতেও থাকব। এর আগে নোভাকের পদত্যাগের কথা জানিয়ে দেন দেশের আইনমন্ত্রী জুরিত ভার্গ।

২০২২ সালের মার্চে হাঙ্গেরির প্রথম মহিলা প্রেসিডেন্ট হিসাবে দায়িত্ব নেন নোভাক। ২০২৩ সালের এপ্রিলে ঘটে সেই বহু-বিতর্কিত ঘটনা। যৌন নিগ্রহে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অন্য আরও ২৪ জনের সঙ্গে ক্ষমা করে দেন প্রেসিডেন্ট। তা নিয়ে দেশজুড়ে বিতর্ক শুরু হয়। নিজের কাজের পক্ষে যুক্তি সাজালেও শেষপর্যন্ত বিরোধীদের চাপে সরেই যেতে হল তাঁকে।

মার্কিন দূতাবাস ওড়ানোর হুমকি!

প্রতিবেদন : উড়িয়ে দেওয়া হবে মুম্বইয়ের মার্কিন দূতাবাস। রবিবার এমন হুমকি মেল সামনে আসতেই চরম হইচই পড়ে যায়। সূত্রের খবর, আমেরিকার দূতাবাস উড়িয়ে দেওয়ার পাশাপাশি দূতাবাসে কর্মরত সমস্ত আমেরিকানকে প্রকাশ্যে হত্যা করারও হুমকিও দেওয়া হয়। যদিও মেল পাওয়ার পর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে তড়িঘড়ি পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। ইতিমধ্যেই অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে খবর, যে মেল পাঠিয়েছে সে নিজেকে একজন মার্কিন মুলুকের বাসিন্দা বলে দাবি করেছে। পুলিশ মনে করছে মার্কিন প্রশাসনের উপর কোনও রাগের কারণেই এমন হুমকি দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে ভারতীয় দণ্ডবিধির একাধিক ধারায় মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

রাম-বামের দুই উসকানিদাতাই জালে

(প্রথম পাতার পর)

সন্দেশখালি যাতে নতুন করে উত্তপ্ত না হয় তার জন্য সতর্ক থাকছে পুলিশ।

এদিন, নিরাপদ সর্দারকে প্রথমে গ্রেফতার করে সন্দেশখালি এবং বাঁশদ্রোণী থানার পুলিশ নিয়ে যায় বাঁশদ্রোণী থানায়। বেশ কিছুক্ষণ সেখানে জেরা করা হয় তাঁকে। সেখান থেকে ধৃতকে নিয়ে বসিরহাটে রওনা হয় পুলিশ। অশান্তি পাকানো এবং গন্ডগোলের চক্রান্তের অভিযোগে যে ১১৭ জনের বিরুদ্ধে এফআইআর করা হয়েছিল তার এক নম্বরে নাম ছিল নিরাপদ সর্দারের। প্রাক্তন বাম বিধায়ক এই নিরাপদ সর্দারই গত কয়েকদিন ধরে উসকানি জুগিয়েছিলেন সন্দেশখালির গন্ডগোলে। মিথ্যে রটনায় খেপিয়ে তুলেছিলেন সাধারণ মানুষকে। পায়ের তলার মাটি ক্রমশ সরে যেতে থাকায় অস্তিত্ব হারানোর আশঙ্কায় দিশাহারা হয়ে যায় সিপিএম। পরিস্থিতির সুযোগ নেয় বিজেপিও। তারই পরিণতি সন্দেশখালির গত কয়েকদিনের অশান্তি। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ নিশ্চিত হয়েছে, গন্ডগোলের মূল চক্রী এই প্রাক্তন সিপিএম বিধায়কই। সন্দেশখালির যে অংশে এই গন্ডগোল হয়েছে ক'দিন সেখানে ষড়যন্ত্রে গভীরভাবে যুক্ত ছিল তাঁর দল। তারা হাত মিলিয়েছিল বিজেপি এবং অন্যান্য বিরোধী দলের সঙ্গেও। লক্ষণীয়, শনিবার তৃণমূল ৬ বছরের জন্য সাসপেন্ড করেছে উত্তম সর্দারকে। এরপরেই তাঁকে গ্রেফতার করে পুলিশ। গ্রেফতার করা হয় বিজেপি নেতা বিকাশ সিং ও সিপিএম নেতা নিরাপদ সর্দারকে।

রাজ্যসভার চার প্রার্থী ঘোষণা তৃণমূলের

(প্রথম পাতার পর)

রাজ্যসভায় তাঁকে প্রার্থী করা তৃণমূলের অন্যতম মাস্টারস্ট্রোক। অন্যদিকে, গত বছরই রাজ্যসভার সাংসদ হিসেবে মেয়াদ ফুরিয়েছিল সুস্মিতা দেবের। তাঁকে ফের রাজ্যসভার প্রার্থী করা হল।

তবে তৃণমূলের রাজ্যসভা নির্বাচনের প্রার্থী-তালিকার সবথেকে বড় চমকের নাম সাগরিকা ঘোষ। ১৯৯১ সাল থেকে ভারতীয় সংবাদ জগতে সাগরিকা ঘোষ অন্যতম বড় নাম। সর্বভারতীয় ও আন্তর্জাতিক সংবাদ জগতের বহু নামী প্রতিষ্ঠানে তিনি কাজ করেছেন এবং এখনও কর্মরত আছেন। সাংবাদিকতার পাশাপাশি, লেখক হিসেবেও তিনি সুপরিচিত। বাংলা থেকে রাজ্যসভার অপর আসনটিতে কংগ্রেসের অভিষেক মনু সিংভিকে সমর্থন করেছিল তৃণমূল। তাঁর মেয়াদও শেষ হচ্ছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সম্প্রতি অনঘ সংস্থার উদ্যোগে বাংলা আকাদেমি সভাঘর, নলিনী গুহ সভাঘর এবং রামমোহন লাইব্রেরি হলে অনুষ্ঠিত হল ‘সম্প্রীতি উৎসব’। অংশগ্রহণ করেন বিশিষ্ট কবি ও শিল্পীরা

খোলা হাওয়া

মঞ্চস্থ হাঁসখালির হাঁস

» বহুদিন পর বাংলা রঙ্গমঞ্চে মঞ্চস্থ হল বিজন ভট্টাচার্যের শেষ নাটক ‘হাঁসখালির হাঁস’। কলকাতা থেকে ১০০ কিলোমিটার দূর মফসসলের নাট্যদল শান্তিপুর রঙ্গপীঠের সাম্প্রতিক প্রযোজনা এই নাটক। ইতিমধ্যে কলকাতা ও আশপাশে তারা অনেকবার মঞ্চস্থ করেছে। নাট্যমোদী দর্শক উপভোগ করছেন। সম্প্রতি দমদম মুক্তধারার নাট্যোৎসবে নাটকটি প্রথম স্থান অর্জন করে। দেশভাগের যন্ত্রণা নিয়ে ছিন্নমূল কিছু মানুষের কথাই এর বিষয়। মূলত মেট্রো রেলের মাটি কাটার কাজ করে তারা। এদের দুঃখকষ্ট নাটককে এগিয়ে নিয়ে যায়। ১১ জানুয়ারি বিরাটির আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার নাট্যোৎসবে মঞ্চস্থ হল অসাধারণ এই প্রযোজনা। পরিচালক বিশ্বজিৎ বিশ্বাস নিপুণতার সঙ্গে কাজ করেছেন। বিভিন্ন চরিত্রের অভিনয়ে অমিত মাহাতো, বিশ্বজিৎ বিশ্বাস, নীলিমা বিশ্বাস, জয়ন্ত লাহিড়ী, সমিত মাহাতো, মিঠু গোস্বামী, প্রশান্ত বিদ্যান্ত, কল্যাণ বোস, প্রণতি ধনী চমৎকার। জয়ন্ত দাসের আলো, গুরুপ্রসাদ বিশ্বাসের আবহ যথাযথ। রূপসজ্জায় উজ্জ্বল পাল।

আবাসিক নাট্যশিবির

» রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে নাটক বিভাগের উদ্যোগে পাঁচদিন ব্যাপী এক আবাসিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হল। মরকত কুঞ্জ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত এই কর্মশালায় প্রশিক্ষক ছিলেন নাট্যকার তীর্থঙ্কর চন্দ, নাট্য পরিচালক কৌশিক চট্টোপাধ্যায়, কোরিওগ্রাফি ও মূকাভিনয়ে দেবকুমার পাল, ব্লাইন্ড থিয়েটারের শুভাশিস গাঙ্গুলি, চলচ্চিত্র পরিচালক সোমনাথ গুপ্ত, রাষ্ট্রীয় নাট্য বিদ্যালয়ের প্রাক্তনী সিদ্ধার্থ চক্রবর্তী। এ-ছাড়াও প্রখ্যাত নাট্যব্যক্তিত্ব অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। সেরাইকেলার ছৌ নাচ, রায়বেঁশে ও নাটক নির্মাণের প্রশিক্ষণে যোগ দিয়েছিলেন চল্লিশ জন স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরের ছাত্র-ছাত্রী। এরা পরবর্তী জীবনে যাতে ভাল অভিনেতা হতে পারে সেটাই ছিল কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য। বিভাগের অধ্যাপক তরুণ প্রধান ও অধ্যাপক শুভাশিস হালদারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় কর্মশালাটি সফল ভাবে সম্পন্ন হয়। দীর্ঘ কয়েক বছর বন্ধ থাকার পরে এই ধরনের শিবির পুনরায় চালু হওয়ায় বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক শান্তনু দাস কর্মশালার শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন শুভেচ্ছা জানিয়ে কর্মশালার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন। শেষদিন নটী বিনোদিনী মঞ্চে কর্মশালায় নির্মিত দুটি প্রযোজনা এবং ধনঞ্জয় মুক্তমঞ্চে ছৌ ও রায়বেঁশে পরিবেশিত হয়। শিক্ষার্থীদের সার্টিফিকেট প্রদানের মধ্যে দিয়ে কর্মশালা শেষ হয়।

পাড়ার জলসা

» লেক অ্যাভিনিউ সেবক সঙ্ঘ ১৯ বছর ধরে বাংলা গানের জগতে পাড়ার জলসার ঐতিহ্যকে বজায় রাখার কাজ করে চলেছে। প্রতি বছর শীতকালে কোনও এক সপ্তাহের শনি ও রবিবার জলসা বসে লেক অ্যাভিনিউতে। ‘পাড়ার জলসা’ শীর্ষক এই অনুষ্ঠানের মূল ভাবনা বাংলা গান। প্রতি বছর একটি দিন উৎসর্গ করা হয় কোনও এক সুরকার বা গীতিকারের উদ্দেশ্যে। এই অনুষ্ঠানটি পরিকল্পনা করেন স্বনামধন্য সঙ্গীত আয়োজক বুদ্ধদেব গাঙ্গুলি। অন্যদিন থাকে মার্গ সঙ্গীতের আসর। এদিনের অনুষ্ঠানটি মূলত পরিকল্পনা করেন বিশ্বনন্দিত তবলা শিল্পী পণ্ডিত স্বপন চৌধুরী। এইবছর নবরবিকিরণ ও লেক অ্যাভিনিউ সেবক সঙ্ঘ-র যৌথ আয়োজনে ২০-২১ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হল ‘পাড়ার জলসা ২০২৪’। উদ্বোধন করেন স্থানীয় সাংসদ মালা রায়। প্রথম দিন ছিল উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসর। দ্বিতীয় দিন বরেণ্য সুরকার নচিকেতা ঘোষের স্মরণে। অংশ নেন বিশিষ্ট শিল্পীরা। উপস্থিত ছিলেন বাবুল সুপ্রিয়। তিনি নচিকেতা ঘোষের গান পরিবেশন করেন।

পড়ুয়াদের স্বীকৃতি

» পুঁথিগত শিক্ষার বাইরে ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে অবদানের জন্য অ্যাডামাস ওয়ার্ল্ড স্কুল, অ্যাডামাস ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এবং অ্যাডামাস বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের স্বীকৃতি জানাল অ্যাডামাস গ্রুপ। শনিবার সমিত রায় ফাউন্ডেশন-এর উদ্যোগে অ্যাডামাস নলেজ সিটি ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হয় ভবিষ্য জ্যোতি অ্যাওয়ার্ডস অফ এক্সিলেন্স। উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর সমিত রায়, অ্যাডামাস ইন্টারন্যাশনাল স্কুল-এর ডিরেক্টর মল্লিকা রায় এবং প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীরা।

কবিসম্মেলন ও বইপ্রকাশ

» সম্প্রতি বার্ষিক প্রকাশন থেকে প্রকাশিত হয়েছে চন্দন মিত্রের গল্প সংকলন ‘লাল পিঁপড়েদের উপযোগিতা’। ডায়মন্ড হারবার হাইস্কুলের একটি কক্ষে আনুষ্ঠানিক ভাবে বইটির মোড়ক উন্মোচন করলেন বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়। বই নিয়ে আলোচনা করেন অধ্যাপক রূপম প্রামাণিক। লেখকের মোট ১৪টি গল্প রয়েছে এই বইটিতে। এদিনের বই প্রকাশ উপলক্ষে কবিতা বন্দর পত্রিকার পক্ষ থেকে কবিসম্মেলনেরও আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন কবি রফিক উল ইসলাম, খায়রুল আনাম, অরুণ পাঠক, নাগসেন, গৌতম মন্ডল, দিলীপ প্রামাণিক, অমলেন্দু বিকাশ দাস প্রমুখ।

স্মরণে ভবানীপ্রসাদ

» ৭ ফেব্রুয়ারি প্রয়াত হয়েছেন কবি ভবানীপ্রসাদ মজুমদার। ৯ ফেব্রুয়ারি কৃষ্ণপদ মেমোরিয়াল হলে তাঁকে স্মরণ করল নিখিল ভারত শিশুসাহিত্য সংসদ ও আলোর ফুলকি। স্মৃতিচারণ করেন আনসার উল হক, স্বপন পাল, জ্যোতির্ময় সরদার, আরণ্যক বসু, শৈলেন্দ্র হালদার, মিন্টু প্রামাণিক, টোটন দাস, রামপদ মণ্ডল প্রমুখ। ওইদিন এনআরবি নিউজের আয়োজনে অনলাইন অনুষ্ঠানে কবিকে স্মরণ করা হয়। ছিলেন বরুণ চক্রবর্তী, উৎপলকুমার ধাড়া, রিয়াদ হায়দার, অশোক মুখোপাধ্যায়, ওমর আলি। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সাহানারা খাতুন।

শতবর্ষে আবোল তাবোল

» ‘আবোল তাবোল’-এর শতবর্ষে সুন্দর কর্মসূচি নিয়েছে নেহরু চিলড্রেন্স মিউজিয়াম। এক শিল্পী অনবদ্য সূচীশিল্পে ফুটিয়ে তুলেছেন ‘আবোল তাবোল’-এর কবিতা ও ছবিগুলি। সংগ্রহ করেছেন পরিমল রায় ও জয়ন্ত ঘোষ। সেই শিল্পকর্ম নিয়ে আয়োজিত হয়েছে প্রদর্শনী। উদ্বোধন করেন সুকুমার রায়ের পৌত্র চলচ্চিত্র পরিচালক সন্দীপ রায়। ২৭ জানুয়ারি আয়োজিত হয় ‘আবোল তাবোল’-এর কবিতার আবৃত্তি প্রতিযোগিতা।

কলকাতা সিলেট উৎসব

» ২৭-২৮ জানুয়ারি যোধপুর পার্ক দুর্গাপুজো কমিটির হলে অনুষ্ঠিত হল কলকাতা সিলেট উৎসব। আয়োজনে দক্ষিণ কলকাতা সিলেট অ্যাসোসিয়েশন। অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ কালিপ্রদীপ চৌধুরী, মোঃ আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী, মোঃ ফজলুর রাহমান, জোৎস্না ইসলাম প্রমুখ। সঙ্গীত পরিবেশন করেন কলকাতার অলোক রায়চৌধুরী, শ্রীভূমি প্রমুখ এবং বাংলাদেশের লাভলি দেব, রাজু চক্রবর্তী, অনুপমকুমার পাল ও ডাঃ অরূপরতন চৌধুরী। পাশাপাশি পরিবেশিত হয় নাচ ও আবৃত্তি। সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন সতীনাথ মুখোপাধ্যায়। এইবার উদযাপিত হল উৎসবের তিরিশ বছর।

মাঠে ময়দানে
12 February, 2024 • Monday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

হাসি মুখে খেলো, খেলাকে উপভোগ করো। মুম্বইয়ে খুদে ফুটবলারদের বললেন প্রাক্তন ম্যান ইউ তারকা ওলে গানার সোলসার

গোয়া ম্যাচে খেলবেন লিস্টন

প্রতিবেদন : চার ম্যাচ জয়হীন থাকার পর হায়দরাবাদকে হারিয়ে আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছে মোহনবাগান। সেইসঙ্গে জনি কাউকোর মতো অভিজ্ঞ ফুটবলার দলে ফেরায় দলের ভারসাম্য বেড়েছে বলে মনে করছেন ফুটবলাররা। পরের লড়াই অনেক কঠিন। আইএসএলের পয়েন্ট টেবলের শীর্ষে থাকা এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে বুধবার তাদের মাঠেই খেলতে হবে চার নম্বরে উঠে আসা অ্যান্তোনিও লোপেজ হাবাসের দলকে।

রবিবার থেকেই গোয়া ম্যাচের প্রস্তুতি শুরু করেছে মোহনবাগান। দলের জন্য স্বস্তি, কার্ড সমস্যা কাটিয়ে ফিরছেন তিন ফুটবলার। যাঁদের মধ্যে অন্যতম লিস্টন কোলাসো। মুম্বই ম্যাচে লাল কার্ড দেখে চার ম্যাচ নির্বাসিত হয়েছিলেন। নির্বাসন কাটিয়ে গোয়ায় নিজের ঘরের মাঠে সবুজ-মেরুন জার্সি গায়ে ফিরবেন। এছাড়াও কার্ড সমস্যা কাটিয়ে পরের ম্যাচে ফিরছেন আর্মান্দো সাদিকু, দীপক টাংরিও। তবে রক্ষণ নিয়ে দুশ্চিন্তা থেকেই যাচ্ছে। কারণ, আনোয়ার আলি ও ব্রেন্ডন হ্যামিল কবে ফিরতে পারবেন তা নিয়ে কোনও নিশ্চয়তা নেই। রাইট ব্যাক আশিস রাই একশো শতাংশ ম্যাচ ফিট নন। ফলে গোয়ার বিরুদ্ধে কঠিন পরীক্ষা হতে চলেছে হেক্টর ইয়ুস্তে, শুভাশিস বোসদের। এদিন অনুশীলনে হালকা চোট পান সুহেল ভাট।

জয়ে ফিরে কোচ হাবাস বলেছেন, ''আনোয়ার, হ্যামিলদের নিয়ে প্রশ্নের উত্তর চিকিৎসকরা দিতে পারবেন। তবে দীপক, সাদিকু, লিস্টনকে আমরা পাব। আশিসও খেলতে পারে। জুনিয়ররাও ভাল খেলছে। এটা ভাল দিক।'' হুগো বুমোসের পরিবর্ত জনি কাউকোকে নিয়ে হাবাস বলেন, ''জনি মাঝমাঠে তিন-চারটি পজিশনে খেলতে পারে। ব্যাপারটা আমাদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ।'' দিমিত্রি পেত্রাতোস, অনিরুদ্ধ থাপারা বলছেন, ''জনি ফেরায় দলের ভারসাম্য বাড়বে।''

এদিকে, বাকি মরশুমের জন্য দল থেকে বাদ পড়ে হুগো বুমোস রবিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় বাকি মরশুমের জন্য শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মোহনবাগানকে। পাশে থাকার জন্য সবুজ-মেরুন সমর্থকদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

জয়ে ফিরে স্বস্তি হাবাসের।

কাল ঘরের মাঠে সামনে মুম্বই

দলের ভুল নিয়ে কুয়াদ্রাতের ক্ষোভ

প্রতিবেদন : দলের রক্ষণ শক্তিশালী করতে অনুশীলনে এত পরিশ্রম করেন তাঁরা, অথচ সেই রক্ষণই যে ভেঙে পড়বে নর্থইস্ট ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে, তা ভাবতেই পারেননি ইস্টবেঙ্গলের কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাত। তাই দলের ফুটবলারদের উপর বেশ ক্ষুব্ধ স্প্যানিশ কোচ। ম্যাচ হেরে লিগ টেবলে ন'নম্বরেই আটকে রবিবার বিকেলে শহরে ফিরেছে ইস্টবেঙ্গল। মঙ্গলবার যুবভারতীতে ঘরের মাঠে মুম্বই সিটির বিরুদ্ধে কঠিন ম্যাচ লাল-হলুদের। এই ম্যাচে ক্লেটন সিলভার মতো গোল স্কোরারকে পাবে না দল। তাই চিন্তায় কুয়াদ্রাত।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি কুয়াদ্রাত।

নর্থইস্ট ম্যাচে হারের পর নিজের দলের খেলোয়াড়দের উপর ক্ষুব্ধ কুয়াদ্রাত বলেছেন, ''কোনও কিছু নিয়েই আমি খুশি হতে পারিনি। কোনও ম্যাচে তিন গোল হজম করলে সেখান থেকে পয়েন্ট বের করে আনা খুবই কঠিন। আমাদের রক্ষণকে শক্তিশালী করার জন্য অনেক কিছু করি আমরা। অথচ, সেই রক্ষণই এত ভুল করল। তাই ছেলেদের উপর খুব রেগে গিয়েছিলাম।''

পরের ম্যাচ মুম্বইয়ের মতো শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে। কার্লেসের কথায়, ''মুম্বই খুব ভাল দল। আমরা ঘরের মাঠে খেলব সমর্থকদের সামনে। কিন্তু নিজেদের পরিকল্পনা কাজে লাগাতে হবে। প্রতিপক্ষ নিয়ে নয়, নিজেদের নিয়ে ভাবতে হবে। ভুল করা চলবে না।''

স্বস্তির ব্যাপার, মঙ্গলবার মুম্বই ম্যাচে সৌভিক চক্রবর্তীকে পাবে দল। ফলে মাঝমাঠ শক্তিশালী হবে। নতুন দুই বিদেশি ভিক্টর ভাসকুয়েজ এবং ফেলিসিও ব্রাউনের খেলায় সন্তুষ্ট ইস্টবেঙ্গল কোচ। ৬ ফুট ২ ইঞ্চির কোস্টারিকান স্ট্রাইকার ফেলিসিও মাঠে নেমেই প্রথম টাচে গোল করে সমর্থকদের ভরসা দিয়েছেন। ক্লেটনহীন মুম্বই ম্যাচে নন্দকুমারদের পাশাপাশি গোলের জন্য দল ভরসা রাখবে ফেলিসিওর উপরও।

চিঠি দিচ্ছে মহামেডানও

প্রতিবেদন : মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল আগেই আইএসএলের ম্যাচে খারাপ রেফারিং নিয়ে অভিযোগ জানিয়ে ফেডারেশনকে চিঠি দিয়েছিল। তাতে সুরাহা কিছু হয়নি। এবার মহামেডানও রেফারিং নিয়ে অভিযোগ জানিয়ে চিঠি দিচ্ছে এআইএফএফ-কে।

আই লিগের শীর্ষে থাকা মহামেডান শনিবার আইজল এফসি-র সঙ্গে ম্যাচ গোলশূন্য ড্র করে। মহামেডানের অভিযোগ, বিপক্ষ বক্সে ফাউল করায় দু'টি নিশ্চিত পেনাল্টি থেকে তাদের বঞ্চিত করা হয়। এছাড়াও একাধিক অপ্রয়োজনীয় ফাউল দিয়ে মহামেডান ফুটবলারদের কার্ড দেখানো হয়েছে। আইজলের এক ফুটবলারকে লাল কার্ডও দেখানো হয়নি। অভিযোগের সপক্ষে ম্যাচের বিভিন্ন ঘটনার ভিডিও ক্লিপিংসও পাঠাচ্ছে মহামেডান। ক্লাবের ইনভেস্টর কর্তা দীপক কুমার সিং ফোনে বললেন, ''ভারতীয় ফুটবলের উন্নতি এভাবে হতে পারে না। আমরা শুরু থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। আইজল ম্যাচের ভিডিও ক্লিপিংস পাঠিয়ে ফেডারেশনকে বুঝিয়ে দিতে চাইছি, রেফারিংয়ের মান কত খারাপ এখানে।''

ডেভিডকে বক্সে এভাবেই ফাউল করা হয়।

পরপর দুই ম্যাচে খারাপ ফল হলেও মহামেডান এখনও লিগ শীর্ষে। মঙ্গলবার ঘরের মাঠে ট্রাউ এফসি-কে হারিয়ে শীর্ষস্থান মজবুত করতে চান ডেভিড লাললানসাঙ্গারা।

পাতিলকে সংবর্ধনা

প্রতিবেদন : দক্ষিণ কলকাতার বালক সংঘের শতবর্ষের অনুষ্ঠানে চাঁদের হাট। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় দলের প্রাক্তন ক্রিকেটার সন্দীপ পাতিল। তাঁকে সংবর্ধিত করেন আয়োজকরা। পাতিল ছাড়াও ছিলেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম, সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়, অভিষেক ডালমিয়া, প্রাক্তন ক্রিকেটার বরুণ বর্মণ-সহ অনেকে।

বিস্ফোরক মনোজেও হারের মুখে বাংলা

প্রতিবেদন : ইডেনে শেষ ম্যাচের পর তিনি আবার মুখ খুলবেন। বিহারের সঙ্গে সেই ম্যাচ শুরু ১৬ ফেব্রুয়ারি। কী বলবেন মনোজ তিওয়ারি, তা নিয়ে কৌতূহল রয়েছে স্থানীয় ক্রিকেট মহলের।

কিন্তু তার আগে কেরলের বিরুদ্ধে বাংলা এখন প্রবল চাপে। এই ম্যাচ না জিতলে এবারের মতো রঞ্জি দৌড় শেষ। কিন্তু জেতার জন্য ৪৪৯ লক্ষ্য সামনে রেখে রবিবার, তৃতীয় দিনের খেলার শেষে বাংলা ৭৭-২। এখান থেকে জেতার জন্য শেষদিনে ৮ উইকেট হাতে নিয়ে বাংলাকে তুলতে হবে ৩৭২ রান। অভিমন্যু ঈশ্বরণ যতই ৩৩ নট আউট থাকুন না কেন, কাজটা ভয়ঙ্কর কঠিন কোনও সন্দেহ নেই।

শনিবার তৃতীয় দিনের খেলার পর নিজের এক্স হ্যান্ডেলে মনোজ লিখেছিলেন, পরেরবার থেকে রঞ্জি ট্রফি তুলে দেওয়া উচিত। অনেক ভুল হচ্ছে এই টুর্নামেন্টে। রঞ্জি ট্রফির এত সমৃদ্ধ পরম্পরা। একে রক্ষা করতে এখনই কিছু করা উচিত। গুরুত্ব ও আনন্দ হারাচ্ছে এই টুর্নামেন্ট। এখনই কিছু করা দরকার। এখানেই না থেমে বাংলার অধিনায়ক এরপর ফেসবুক লাইভে বলেন, অনেক কিছু বলার আছে। যা চলছে তা মেনে নেওয়া যায় না। আমি এখন কিছু বলব না। কারণ, আমাদের ম্যাচ চলছে। বোর্ডের কিছু গাইডলাইন আছে। সেটা মেনে চলা দরকার। বিসিসিআইকে এসব নিয়ে ভাবতে হবে। কারও কাছে আমার কিছু পাওয়ার কিছু নেই। যে যাই ভাবুক, আমি চুপ থাকব না।

এদিন বাংলা আর মাত্র ৮ রান যোগ করার পরই তাদের প্রথম ইনিংস শেষ হয়ে যায় ১৮০ রানে। জলজ সাক্সেনা ৬৮ রানে ৯টি উইকেট নিয়েছেন। এরপর কেরল

জিততে চাই ৩৭২ রান, হাতে ৮ উইকেট

তিরুবনন্তপুরমের বর্তমান ভেনু নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়ে মনোজ বলেছেন, থুম্বাতে পাঁচ বছর পর রঞ্জি ম্যাচ হল। খোলা মাঠ। জঘন্য ড্রেসিংরুম। এখানে টিম মিটিং পর্যন্ত করা যায় না। জোরে কথাও বলা যায় না। কারণ, তাহলে সেটা বিপক্ষের কানে চলে যাবে। মনোজ এরপর বলেছেন, তিনি চুপ করে বসে থাকার লোক নন। ইডেনে বিদায়ী ম্যাচের পর আবার মুখ খুলবেন। তাঁর বক্তব্য হল, দ্বিতীয় ইনিংসে ৬ উইকেটে ২৬৫ রান তুলে ইনিংস ডিক্লেয়ার করে দেয়। এস কুন্নুমাল করেছেন ৫১ রান। এছাড়া শচীন বেবি ৫১, শ্রেয়স গোপাল ৫০ রান করেন। চারশোর বেশি রান তাড়া করতে নেমে ওপেনার রনজ্যোৎ (২) আবার ব্যর্থ হয়েছেন। এরপর ঈশ্বরণ ও সুদীপ ঘরামি (৩১) মিলে ৫০ রান তোলার পর দ্বিতীয়জন আউট হয়ে যান।

চেন্নাই ওপেন জিতে এটিপি সিঙ্গলস র‍্যাঙ্কিংয়ের প্রথম একশোয় ঢুকলেন সুমিত নাগাল

সফর বাতিল

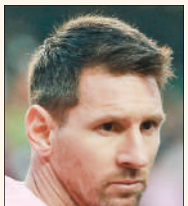

বেজিং : শেষ পর্যন্ত আর্জেন্টিনার চিন সফর বাতিল হয়ে গেল। কোপা আমেরিকার প্রস্তুতি হিসাবে চিনের মাটিতে নাইজেরিয়া ও আইভরি কোস্টের বিরুদ্ধে দু'টি ম্যাচ খেলার কথা ছিল লিওনেল মেসিদের। তার মধ্যে নাইজেরিয়া ম্যাচ আগেই বাতিল হয়েছিল। এবার একইভাবে আইভরি কোস্টের বিরুদ্ধে ম্যাচও বাতিল হল। এর জন্য চিনা সংবাদমাধ্যম দায়ী করেছে, গত সপ্তাহে হংকং সফরে ইন্টার মায়ামির হয়ে মেসির না খেলাকে। এক বিবৃতিতে বেজিং ফুটবল সংস্থাও জানিয়েছে, লিওনেল মেসি যে ম্যাচে অংশ নেবেন, সেই ম্যাচ এই মুহূর্তে আয়োজন করা সম্ভব হচ্ছে না। এর কারণ, হংকংয়ে মেসির না খেলা। এতে ফুটবলপ্রেমীরা ক্ষোভে ফুটছেন।

বায়ার্নের হার

মিউনিখ : বেয়ার লেভারকুজেনের কাছে ০-৩ গোলে হারের লজ্জা পেতে হল বায়ার্ন মিউনিখকে। আর এই হারের পর, টানা ১১ বারের বুন্দেশলিগা চ্যাম্পিয়নদের ফের খেতাব জয় নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন দেখা দিয়েছে। ২১ ম্যাচে ৫৫ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের শীর্ষে এখন লেভারকুজেন। সমান ম্যাচে বায়ার্নের পয়েন্ট ৫০। লিগে দু'দলের প্রথম সাক্ষাৎকার ২-২ ড্র হয়েছিল। তবে নিজেদের ঘরের মাঠে বায়ার্নকে নিয়ে রীতিমতো ছেলেখেলা করল লেভারকুজেন। ১৮ মিনিটেই ইয়োসিপ স্তানিসিচের গোলে এগিয়ে যায় লেভারকুজেন। ৫০ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন অ্যালেক্স গ্রিমালদো। ম্যাচের ইনজুরি টাইমে জেরেমি ফ্রিমপংয়ের গোলে ৩-০ ব্যবধানে জয় নিশ্চিত করে ফেলে লেভারকুজেন।

কড়া পিসিবি

লাহোর : কেন্দ্রীয় চুক্তির আওতায় থাকা ক্রিকেটারদের মুখ বন্ধ করতে কড়া পদক্ষেপ নিচ্ছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। সোশ্যাল মিডিয়ায় অনুরাগীদের সঙ্গে কথা বলছেন বাবর আজম, শাহিন আফ্রিদিরা। যা ভালভাবে নিচ্ছে না পিসিবি। সম্প্রতি নিজেদের এক্স হ্যান্ডেলে অনুরাগীদের সঙ্গে একটি প্রশ্নোত্তর পর্ব করেন বাবর ও শাহিন। বাবরের প্রশ্নোত্তর পর্বে যোগ দিয়েছিলেন প্রায় কুড়ি হাজার অনুরাগী। অন্যদিকে, শাহিনের প্রশ্নোত্তর পর্বে ছিলেন হাজার চারেক। সেখানে অনেক বিতর্কিত প্রশ্নের জবাবে মুখ খুলেছিলেন দুই পাক ক্রিকেটার। পিসিবির এক আধিকারিক জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় চুক্তির আওতায় থাকা ক্রিকেটারদের কিছু নিয়ম মেনে চলতে হবে। এভাবে সোশ্যাল মিডিয়ায় মুখ খুললে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। তাই ওদের সংযত হতে হবে। ওরা যদি এমন কাজ করতেই থাকে, তাহলে বোর্ডকে বাধ্য হয়ে কড়া পদক্ষেপ নিতে হবে।

ঘরের মাঠের সুবিধা পাইনি

অশ্বিনের তোপ

চেন্নাই, ১১ ফেব্রুয়ারি : টেস্টে ৫০০ উইকেটের মাইলফলক থেকে মাত্র একটি উইকেট দূরে তিনি। তবে রবিচন্দ্রন অশ্বিনকে সেই পরিচিত ছন্দে দেখা যাচ্ছে না ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে চলতি সিরিজে। সিরিজের প্রথম দুই টেস্ট মিলিয়ে মোট ৯ উইকেট ভারতীয় অফ স্পিনারের ঝুলিতে। অশ্বিনের কাছে প্রত্যাশা আরও বেশি। কিন্তু তিনি জানিয়েছেন, এবারের সিরিজে ঘরের মাঠে খেলার সুবিধা তাঁরা খুব একটা পাচ্ছেন না।

'হোম অ্যাডভান্টেজ' না পাওয়ার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন অশ্বিন। তিনি বলেছেন, ''এর আগে পাঁচটি ভেনুতে এমন মার্কি টেস্ট সিরিজ হয়নি। ২০১৭ সালে আমরা রাঁচি এবং ধর্মশালায় অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট খেলেছি। তবে ওই সিরিজে অন্য ভেনু ছিল পুণে ও বেঙ্গালুরু। সাধারণত যদি ৪-৫ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ হয়, তাহলে অন্তত একটি বা দু'টি মেট্রো শহরে হয়।'' অভিজ্ঞ স্পিনারের সংযোজন, ''এবার এমন কয়েকটি কেন্দ্রে ম্যাচ হচ্ছে যেখানে গতবার বিশ্বকাপের ম্যাচও হয়নি। বেশিরভাগ ভারতীয় খেলোয়াড়দের কাছে ভেনুগুলো নতুন। আমাদের দলেই অনেকে রয়েছে যারা বিশাখাপত্তনমের রাজশেখর রেড্ডি স্টেডিয়ামে কখনও টেস্ট বা প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলেনি। আমি নিশ্চিত নই, অন্য কোনও দেশে এটা সম্ভব কি না। ভারতে এটা সম্ভব কারণ, এখানে অনেকগুলো টেস্ট ভেনু আছে।''

সতীর্থ জসপ্রীত বুমরার পারফরম্যান্স নিয়ে উচ্ছ্বসিত অশ্বিন। বলেন, ''সিরিজের সেরা আকর্ষণ এখনও পর্যন্ত 'বুমবল'। বুমরা অসাধারণ। আমরা কিছুটা 'যশবল'ও (যশস্বী জয়সওয়াল) দেখেছি। তবে বুমরা অসাধারণ বোলিং করেছে। ১৫ উইকেট নিয়ে সিরিজের সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি। আইসিসি টেস্ট বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে। আমি বুমরার বড় ভক্ত। ওকে অভিনন্দন।''

ইংল্যান্ডের ক্রিকেট (বাজবল) নিয়ে সিরিজের মাঝে কোনও কথা বলতে চান না অশ্বিন। তাঁর কথায়, ''ইংল্যান্ডের খেলা, তাদের মানসিক অবস্থা এবং বাকি সব কিছু পাঁচ ম্যাচের সিরিজ শেষ হওয়ার পর বলব। এখনই আমি বিস্তারিত যেতে চাই না।''

রোহিতের পাশে ম্যাক্সওয়েল

অ্যাডিলেড, ১১ ফেব্রুয়ারি : টি-২০ ক্রিকেটে সবথেকে বেশি সেঞ্চুরি হাঁকানোর লড়াইটা দারুণ জমে উঠেছে রোহিত শর্মা ও গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের মধ্যে। গত নভেম্বরে রোহিতের সবথেকে বেশি টি-২০ সেঞ্চুরির (৪টি) কীর্তি স্পর্শ করেছিলেন ম্যাক্সওয়েল। যদিও জানুয়ারিতে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে সেঞ্চুরি করে ম্যাক্সওয়েলকে টপকে যান রোহিত। রবিবার ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ৫৫ বলে অপরাজিত ১২০ রানে বিধ্বংসী ইনিংস খেলে ফের রোহিতকে ধরে ফেললেন অস্ট্রেলীয় তারকা। দু'জনের ঝুলিতেই এখন পাঁচটি করে টি-২০ সেঞ্চুরি। তবে রোহিতের থেকে অনেক কম ইনিংস লেগেছে ম্যাক্সওয়েলের। তাঁর ঝোড়ো ইনিংসে ভর দিয়ে প্রথমে ব্যাট করে ২০ ওভারে ৪ উইকেটে ২৪১ রান তুলেছিল অস্ট্রেলিয়া। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ২০৭ রানের বেশি তুলতে পারেনি ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ফলে ৩৪ রানে জিতে, এক ম্যাচ হাতে রেখেই টি-২০ সিরিজ পকেটে পুরে নিল অস্ট্রেলিয়া। ক্যারিবিয়ান ব্যাটারদের মধ্যে রান পেয়েছেন রোভম্যান পাওয়েল (৩৬ বলে ৬৩)।

স্টার্কের ২৪ কোটি নিয়ে প্রশ্ন সানির

মুম্বই, ১১ ফেব্রুয়ারি : অস্ট্রেলিয়ার তারকা ফাস্ট বোলার মিচেল স্টার্কের জন্য কলকাতা নাইট রাইডার্সের ২৪ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা খরচ করা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিলেন কিংবদন্তি ভারতীয় ব্যাটার সুনীল গাভাসকর। তাঁর মতে, কারও জন্য এত টাকা খরচ করা অর্থহীন।

২০২৪ আইপিএলের জন্য সর্বকালীন রেকর্ড দরে স্টার্ককে নিলাম থেকে দলে নিয়েছে শাহরুখ খানের কেকেআর। সম্প্রচারকারী সংস্থাকে গাভাসকর বলেছেন, ''আমি মনে করি না, যে কেউ এত অর্থ পাওয়ার যোগ্য হতে পারে। যদি স্টার্ক ১৪টার মধ্যে ৪টি ম্যাচ কেকেআরকে জেতাতে পারে, তাহলে টাকার মূল্য বোঝা যাবে। অন্তত মুম্বই ইন্ডিয়ান্স, চেন্নাই সুপার কিংস এবং আরসিবি-র মতো যাদের ব্যাটিং লাইন-আপ শক্তিশালী তাদের বিরুদ্ধে ম্যাচ জেতানো স্পেল করতে হবে স্টার্ককে। তবেই বলা যাবে ওর জন্য এত টাকা খরচের যৌক্তিকতা আছে। আর যদি আরও কিছু ম্যাচে অবদান রাখতে পারে তাহলে আমরা বলতে পারি, দুর্দান্ত।''

কেকেআর ইডেন গার্ডেন্সে আইপিএলের প্রস্তুতি শিবির শুরু করতে পারে মার্চের প্রথম সপ্তাহ থেকে। তবে গতবারের চ্যাম্পিয়ন মহেন্দ্র সিং ধোনির চেন্নাই সুপার কিংস ১ মার্চ থেকেই ট্রেনিং শুরু করে দিচ্ছে। ক্রিকেটার দীপক চাহার রবিবার ইন্সটাগ্রামে তা জানিয়েছেন।

শীর্ষে লিভারপুল, চারে টটেনহ্যাম

গোলের পর নুনেজের উচ্ছ্বাস।

লন্ডন, ১১ ফেব্রুয়ারি : দীর্ঘ ৭৭ দিন পর প্রিমিয়ার লিগের শীর্ষে উঠেছিল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। কিন্তু মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ম্যান সিটিকে টপকে ফের শীর্ষস্থানের দখল নিল লিভারপুল। ঘরের মাঠে বার্নলিকে ৩-১ গোলে হারানোর পর, ক্লুরগেন ক্লপের দলের পয়েন্ট ২৪ ম্যাচে ৫৪। এক ম্যাচ কম খেলে ৫২ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে নেমে গেল ম্যান সিটি।

অথচ অ্যানফিল্ডে আয়োজিত ম্যাচের শুরুতে লিভারপুলকে রীতিমতো চাপে রেখেছিল বার্নলি। যদিও খেলার গতির বিরুদ্ধে ৩১ মিনিটে এগিয়ে যায় লিভারপুল। আলেকজান্ডার আর্নল্ডের কর্নার ঠিকঠাক বিপন্মুক্ত করতে পারেননি বার্নলির গোলকিপার। হেডে বল জালে জড়ান দিয়েগো জোতা। যদিও প্রথমার্ধের শেষ দিকে ডারা ওশিয়ার দুরন্ত গোলে ম্যাচ ১-১ করে দিয়েছিল বার্নলি।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেই অবশ্য চেনা ছন্দে ফেরে লিভারপুল। ৫২ মিনিটে লুইস ডিয়াজের গোলে ২-১। সতীর্থ ইলিয়টের ক্রসে মাথা ছুঁইয়ে গোল করেন তিনি। ৭৯ মিনিটে ফের ইলিয়টের ঠিকানা লেখা ক্রস থেকে হেডে লিভারপুলের তৃতীয় গোলটি করেন ডারউইন নুনেজ।

এদিকে, প্রিমিয়ার লিগের অন্য একটি ম্যাচে ব্রাইটনের বিরুদ্ধে নাটকীয় জয় ছিনিয়ে নিয়েছে টটেনহ্যাম হটস্পার। ম্যাচের ১৭ মিনিটে পাসকেল গ্রবের পেনাল্টি গোলে এগিয়ে গিয়েছিল ব্রাইটন। ৬১ মিনিটে টটেনহ্যামের হয়ে ম্যাচে সমতা ফেরান পাপে মাতার। এরপর ৯৬ মিনিটে ব্রেনান জনসনের গোলে তিন পয়েন্ট নিশ্চিত করে টটেনহ্যাম। ২৪ ম্যাচে ৪৭ পয়েন্ট নিয়ে টটেনহ্যাম চার নম্বরে উঠে এল।

জিরোনাকে থামাল রিয়াল

বেলিংহ্যামকে অভিনন্দন ভিনিসিয়াসের।

মাদ্রিদ, ১১ ফেব্রুয়ারি : লা লিগা খেতাব জয় কি নিশ্চিত করে ফেলল রিয়াল মাদ্রিদ! জিরোনাকে ৪-০ গোলে বিধ্বস্ত করে এই সম্ভাবনা জোরালো করলেন জুড বেলিংহ্যাম-ভিনিসিয়াস জুনিয়ররা। এবারের লিগে বড় চমক ছিল জিরোনা। তিন মাসেরও বেশি সময় ধরে খেতাব জয়ের দৌড়ে রিয়ালের সঙ্গে সমানে টক্কর দিচ্ছিল তারা। যদিও জিরোনাকে কার্যত উড়িয়ে দিয়ে পাঁচ পয়েন্টের ব্যবধানে এগিয়ে গেল কার্লো আনচেলোত্তির দল। ২৪ ম্যাচে ৬১ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে রিয়াল। সমান ম্যাচে জিরোনার পয়েন্ট ৫৬।

পরিসংখ্যান বলছে, চলতি লা লিগায় জিরোনার এটি মাত্র দ্বিতীয় হার! এর আগের হারটিও ছিল রিয়ালের বিরুদ্ধে। শেষ ১৫ ম্যাচ অপরাজিত থেকে মাঠে নেমেছিল তারা। যদিও ফের রিয়াল-কাঁটাতেই বিদ্ধ হতে হল জিরোনাকে। সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে আয়োজিত ম্যাচে ৬ মিনিটে ভিনিসিয়াস জুনিয়রের গোলে এগিয়ে গিয়েছিল রিয়াল। ৩৫ মিনিটে ভিনিসিয়াসের পাস থেকে বল পেয়ে ২-০ করেন বেলিংহ্যাম। ৫৪ মিনিটে ফের ভিনিসিয়াসের পাস থেকে বেলিংহ্যাম দলের তৃতীয় তথা ব্যক্তিগত দ্বিতীয় গোলটি করেন। ৬৪ মিনিটে ভিনিসিয়াস অ্যাসিস্ট করানোর হ্যাটট্রিক করেন। এবার তাঁর পাস থেকে গোল করে জিরোনার কফিনে শেষ পেরেক পুঁতে দেন রডরিগো।

মাঠে ময়দানে
12 February, 2024 • Monday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ধোনির থেকেও দ্রুত স্টাম্প করে বেন ফোকস, দাবি অ্যালেক্স স্টুয়ার্টের

ফাইনালে সেই হার ভারতের

অস্ট্রেলিয়া ২৫৩/৭ (৫০ ওভার)
ভারত ১৭৪/১০ (৪৩.৫ ওভার)

আরও এক উইকেট। উচ্ছ্বাস অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটারদের। রবিবার যুব বিশ্বকাপ ফাইনালে।

বেনেনি, ১১ ফেব্রুয়ারি : দাদাদের হারের বদলা নিতে পারলেন না ভাইয়েরা। রবিবার অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপ ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ৭৯ রানে হেরে গেল ভারত। ফলে রোহিত শর্মার মতো উদয় সাহারনকেও রানার্স ট্রফিতেই সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে। এদিন জেতার জন্য ২৫৪ রান করতে হত ভারতকে। যুব বিশ্বকাপ ফাইনালে এত রান তাড়া করে এর আগে কোনও দল জিততে পারেনি। রবিবার উদয়রাও পারলেন না। শেষ পর্যন্ত ৪৩.৫ ওভারে ১৭৪ রানেই শেষ ভারতের ইনিংস।

প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ভারতীয় বংশোদ্ভূত হরজস সিংয়ের হাফ সেঞ্চুরিতে ভর করে স্কোরবোর্ডে আড়াইশোর বেশি রান তুলেছিল অস্ট্রেলিয়া। ৬৪ বলে ৫৫ রান করে আউট হন হরজস। অথচ অস্ট্রেলীয় ইনিংসের শুরুতেই স্যাম কোনটাসকে (০) আউট করে ধাক্কা দিয়েছিলেন ভারতীয় পেসার রাজ লিম্বানি। যদিও দ্বিতীয় উইকেটে ৭৮ রান যোগ করে সেই চাপ কাটিয়ে দেন হ্যারি ডিক্সন ও অধিনায়ক হিউ ওয়েবগেন। এই জুটি ভাঙেন বাঁ হাতি পেসার নমন তিওয়ারি। পরপর দু'ওভারে নমন প্যাভিলিয়নে ফেরান ওয়েবগেন (৬৬ বলে ৪৮) ও ডিক্সনকে (৫৬ বলে ৪২)।

যদিও ওই জায়গা থেকে দলকে লড়াই করার মতো রানে পৌঁছে দেন হরজস ও অলিভার পিক। ব্যক্তিগত হাফ সেঞ্চুরির পর হরজস আউট হলেও, ৪৩ বলে ৪৬ করে নটআউট থেকে যান পিক। এছাড়া রায়ান হিকসের ২৫ বলে ২০ রান উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় বোলারদের মধ্যে রাজ ৩৮ রানে ৩টি ও নমন ৬৩ রানে ২টি উইকেট নেন।

জেতার জন্য রেকর্ড রান তাড়া করতে নেমে শুরুটা একেবারেই ভাল হয়নি ভারতের। স্কোরবোর্ডে মাত্র ৬৮ রান তুলতে না তুলতেই ৪ উইকেট পড়ে গিয়েছিল। মাত্র তিন রান করে কালাম ভিডলারের শিকার হন আর্শিন কুলকার্নি। মুশির খান ২২ রান করে মাহলি বেয়ার্ডম্যানের বলে বোল্ড হন। মাত্র ৮ রান করে আউট হন অধিনায়ক উদয়। এরপর শচীন ধাস ৯ রান করে র‍্যাফ ম্যাকমিলানের বলে আউট হন। ভারতের জয়ের আশা ওখানেই শেষ। কিছুটা লড়লেন আদর্শ সিং (৭৭ বলে ৪৭ রান) ও মুরুগান অভিষেক (৪৬ বলে ৪২ রান)। তাতে ভারতের হারের ব্যবধানই শুধু কমেছে। অস্ট্রেলিয়ার বেয়ার্ডম্যান ও ম্যাকমিলান তিনটি করে উইকেট দখল করেন।

চোটে সিরিজের বাইরে লিচ

বাকি তিন টেস্টে ধাক্কা ইংল্যান্ডের

নয়াদিল্লি, ১১ ফেব্রুয়ারি : ইংল্যান্ডের জন্য দুঃসংবাদ! চোটে ভারতের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ থেকে ছিটকে গেলেন জ্যাক লিচ। অভিজ্ঞ বাঁ হাতি স্পিনার হায়দরাবাদ টেস্টে হাঁটুতে চোট পেয়েছিলেন। এর ফলে বিশাখাপত্তনম টেস্ট খেলতে পারেননি। রবিবার ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের পক্ষ থেকে প্রেস বিবৃতিতে জানিয়ে দেওয়া হয়, এই সিরিজের বাকি তিন টেস্টে লিচের পক্ষে খেলা সম্ভব নয়।

বৃহস্পতিবার থেকে রাজকোটে শুরু হচ্ছে সিরিজের তৃতীয় টেস্ট। তার আগে এই খবর বেন স্টোকসদের জন্য বড় ধাক্কা। কারণ লিচের অনুপস্থিতিতে, বাকি টেস্টেগুলোয় ইংল্যান্ডকে তিন অনভিজ্ঞ স্পিনার—টম হার্টলি, রেহান আহমেদ ও শোয়েব বশিরের উপর ভরসা রাখতে হবে।

স্টোকসরা এই মুহূর্তে আবু ধাবিতে প্রস্তুতি নিচ্ছেন। ইংল্যান্ড বোর্ডের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আবু ধাবি থেকেই দেশে ফিরছেন লিচ। আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তিনি লন্ডনের বিমান ধরবেন। দেশে ফিরে নিজের কাউন্টি সমারসেটের মেডিক্যাল টিমের কাছে রিহ্যাব করবেন। লিচের পরিবর্তে নতুন কোনও স্পিনারকে ভারতে পাঠানো হচ্ছে না বলেও জানিয়েছে ইংল্যান্ড বোর্ড।

মঙ্গলবার শুরু তৃতীয় টেস্টের প্রস্তুতি

ছুটি শেষ করে আজ রাজকোটে ক্রিকেটাররা

মুম্বই বিমানবন্দরে রোহিত, রবিবার।

মুম্বই, ১১ ফেব্রুয়ারি : টেস্ট সিরিজের মাঝে এক সপ্তাহের ছুটি পেয়েছিলেন ভারত ও ইংল্যান্ডের ক্রিকেটাররা। সেই ছুটি শেষ করে সোমবার রাজকোটে জড়ো হচ্ছেন ক্রিকেটাররা। ভারত ও ইংল্যান্ডের মধ্যে তৃতীয় টেস্ট শুরু হবে ১৫ ফেব্রুয়ারি। পরের দুটি টেস্ট হবে রাঁচি ও ধর্মশালায়।

ভারতীয় ক্রিকেটাররা এই ছুটিতে যে যার বাড়ি চলে গিয়েছিলেন। ইংল্যান্ডের ক্রিকেটাররা আবার আবুধাবি ফিরে যান। সেখানে তাঁরা পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সময় কাটিয়েছেন। ছুটিতে বেন স্টোকসরা কোনও প্র্যাকটিস করেননি। আবুধাবিতেই সফরের প্রস্তুতি সেরেছিলেন ইংল্যান্ড ক্রিকেটাররা। চোটের জন্য জ্যাক লিচ ইংল্যান্ড ফিরে যাবেন। এটা ইংল্যান্ডের জন্য বড় ধাক্কা। বাকিরা রাজকোটে টেস্টের প্রস্তুতি সারবেন।

সোমবার ট্র্যাভেল ডে হওয়ায় প্র্যাকটিস হবে না। দু'দলই প্র্যাকটিস শুরু করবে মঙ্গলবার। ভারতীয় ক্রিকেটারদের মধ্যে কে এল রাহুল ও রবীন্দ্র জাদেজা এনসিএ থেকে সরাসরি রাজকোটে পা রাখবেন। বাকিরা আসবেন বাড়ি থেকে। অধিনায়ক রোহিত শর্মা রবিবারই মুম্বই ছেড়েছেন। অধিনায়কের আগে রাজকোট পৌঁছনোর কারণ হতে পারে যে তিনি আগে উইকেট দেখে নেবেন। হায়দরাবাদে প্রথম টেস্টে হারের পর ভারত বিশাখাপত্তনমে জিতে সিরিজ ১-১ করেছে।

২৮ হাজার আসন বিশিষ্ট এই মাঠের উইকেট বরাবরই ব্যাটিং ফ্রেন্ডলি। তবে পরের দিকে উইকেট স্পিনারদের পাশে থাকে। বর্তমান ভারতীয় বোলারদের মধ্যে এখানে সবথেকে বেশি উইকেট নিয়েছেন অশ্বিন, দুই টেস্টে ৯টি। সেরা বোলিং ২০১৮-তে কুলদীপ যাদবের, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ৫-৫৭। সবথেকে বেশি রান বিরাট কোহলির, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ১৩৯। এখানে ভারতের সর্বোচ্চ রান ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ৬৪৯-৯।

কিংবদন্তি, বোপান্নাকে শুভমন

নয়াদিল্লি, ১১ ফেব্রুয়ারি : একজন ক্রিকেট তারকা। অন্যজন টেনিসের মহাতারকা। দু'জনের মধ্যে হঠাৎই দেখা হয়ে গেল। আর তাতে অগ্রজের প্রতি সম্মান-সূচক পোস্ট দিয়েছেন অনুজ। ঘটনাটা শুভমন গিল ও রোহন বোপান্নার। ইনস্টাগ্রামে দু'জনের একটি ছবি দিয়ে শুভমন লিখেছেন, 'অ্যাবসোলিউট লিজেন্ড'। ছবিতে দু'জনকেই হাসি মুখে পোজ দিতে দেখা গিয়েছে। বোপান্না সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের ডাবলস জিতেছেন। ৪৩ বছর ৩২৯ দিনের বোপান্না ডেভিস কাপে আর খেলবেন না জানিয়েছিলেন। এই নিয়ে ১৭ বার অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে খেললেন বোপান্না। তবে পুরুষদের ডাবলসে এটাই তাঁর প্রথম গ্র্যান্ড স্লাম। মহেশ ভূপতি ও লিয়েন্ডার পেজের পর তৃতীয় ভারতীয় হিসাবে বোপান্না ডাবলসে গ্র্যান্ড স্লাম জিতেছেন।

নেটে রাহুল, স্বস্তি দ্রাবিড়ের সংসারে

এনসিএ-র নেটে রাহুল

বেঙ্গালুরু, ১১ ফেব্রুয়ারি : রাজকোটে ভারত-ইংল্যান্ড তৃতীয় টেস্ট শুরু হতে আর দিন তিনেকের মতো সময় রয়েছে। তার আগে ভারতীয় শিবিরে ফিরল খানিক স্বস্তি। রবিবার নেটে ব্যাট করার ভিডিও ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করে কে এল রাহুল বুঝিয়ে দিয়েছেন, তিনি তৃতীয় টেস্টের জন্য তৈরি। সিরিজের বাকি তিন টেস্টের দল ঘোষণার সময় ভারতীয় বোর্ডের বিবৃতিতে জানানো হয়েছিল, বিসিসিআই-এর মেডিক্যাল টিম রাহুল ও রবীন্দ্র জাদেজাকে ফিট সার্টিফিকেট দিলেই খেলতে পারবেন।

রাহুল ও জাদেজা রয়েছেন বেঙ্গালুরুর এনসিএ-তে। বোর্ড সূত্রে খবর, মঙ্গলবার দু'জনের ফিটনেস টেস্ট হবে। ভারতীয় দলের বাকি সদস্যরা সোমবারই রাজকোট পৌঁছবেন। মঙ্গল ও বুধবার দু'দিনের প্রস্তুতি সেরে বৃহস্পতিবার থেকে টেস্ট খেলতে নামবে দল। রবিবার নিজের ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে নেটে ব্যাটিং প্র্যাকটিসের ভিডিও শেয়ার করেন রাহুল। অভিজ্ঞ ভারতীয় ব্যাটারকে সাবলীলভাবেই ব্যাটিং করতে দেখা গিয়েছে। কোনওরকম অস্বস্তি নজরে আসেনি। জাদেজার ফিটনেসের দিকেও নজর রয়েছে বোর্ডের ফিজিও এবং ট্রেনারদের। প্রথম টেস্টে রান নেওয়ার সময় হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পেয়েছিলেন জাদেজা।

হায়দরাবাদে প্রথম টেস্ট ভারত দারুণ লড়াই করে হারলেও রাহুল ও জাদেজা দলের হয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন। বিশাখাপত্তনমে দ্বিতীয় টেস্টে রাহুলের জায়গায় চারে ব্যাট করেছিলেন শ্রেয়স আইয়ার। তিনি বাকি তিন টেস্টের জন্য দল থেকে বাদ পড়েছেন। শ্রেয়স না থাকায় রাজকোটে রাহুল দলে ফিরলে চার নম্বরেই ব্যাট করবেন। ভারতীয় টপ ও মিডল অর্ডারে স্বস্তি ফিরবে।